ঈমানী দুর্বলতা

মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনজিদ

অনুবাদ

মুহাম্মদ শামাউন আলী

ঈমানী দুর্বলতা

মূল

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনজিদ

অনুবাদ

মুহাম্মদ শামাউন আলী
লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব

আল-ফুরকান প্রকাশনী

ঈমানী দুর্বলতা
মূল ঃ
মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনজিদ

অনুবাদ ঃ
মুহাম্মদ শামাউন আলী

প্রকাশনায় ঃ
আল-ফুরকান প্রকাশনী
৪৯১, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২
মোবাইল ঃ ০১১-৮২৮৫৩১

ظاهـــرة ضعـــف الإيــمان
الأعراض . الأسباب . العلاج

التأليف : محمد صالح المنجد

الترجمة باللغة البنغالية : محمد شمعون علي
متخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الناشر : الفرقان للطباعة والترجمة والنشر
٤٩١ ، برامغبازار ، داكا ، بنغلاديش

تلفون : ٩٣٣٤١٨٢-٠٠٨٨-٠٢

القيمة : ٢٠ تاكا فقط

الطبعة الأولى : جمادى الأولى ، ١٤٢٥ هـ
يوليو ، ٢٠٠٤م

প্রকাশ কাল ঃ
আষাঢ়, ১৪১১ সাল
জমাদিউল আওয়াল, ১৪২৫ হিজরী
জুলাই, ২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ

প্রচ্ছদ ঃ
দিদারুল আলম দিদার

নির্ধারিত মূল্য ঃ ২০.০০ টাকা মাত্র

কম্পোজ ও মুদ্রণ ঃ
নাবীল কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স

IMANI DURBALOTA by Muhammad Saleh Al-Munjid. Translated by Muhammad Shamaun Ali. Published by Al-Furqan Prokashoni, 491, Wireless Railgate, Bara Moghbazar, Dhaka, Bangladesh. Tel. 9334182. 1st Edition: July 2004. Fixed Price : TK. 20.00 only.

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমরা আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের আত্মার কুমন্ত্রণা এবং আমাদের খারাপ আমল হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ্‌তায়ালা যাকে হেদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি একক এবং তার কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সা.) হচ্ছে তার বান্দাহ্ ও রাসূল।

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেমন তাকে ভয় করা উচিত এবং তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করনা।" (সূরা আলে ইমরান : ১০২)

"হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন, আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা করে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।" (সূরা আননিসা : ১)

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে।" (সূরা আল-আহযাব : ৭০-৭১)

ঈমানের দুর্বলতা আজ মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই নিজের অন্তঃকরণের কাঠিন্যতার কথা স্বীকার করে। তাদের বক্তব্য এরূপ : 'আমি নিজের মনের কাঠিন্যতা অনুভব করি', 'ইবাদত করে মজা পাই না', 'আমি অনুভব করি যে, আমার ঈমানের জোর নেই', 'কুরআন পড়ে প্রভাবিত হই না', 'সহজেই গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি'। অনেকের উপর এই ব্যাধির

ক্রিয়া স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যাধিই সব বিপদের মূল এবং সব ঘটিতির কারণ।

অন্তঃকরণের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ। অন্তঃকরণকে আরবীতে কাল্‌ব (পরিবর্তনশীল) বলা হয়েছে একারণেই যে, তা দ্রুত পরিবর্তনশীল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلُّبِهِ ، إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ يُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ ـ

(رواه أحمد ٤/٤٠٨ وهو في صحيح الجامع ٢٣٦٥)

"অন্তঃকরণকে কাল্‌ব বলা হয়েছে বেশী বেশী পরিবর্তন হবার কারণে। অন্তঃকরণের উদাহরণ হলো একটি পাখির পালকের মতো যা গাছের ডালে ঝুলানো আছে, বাতাসে সেটিকে এদিক সেদিক ঘুরাচ্ছে।" (আহমাদ ৪/৪০৮; সহীহ্ আল-জামে ২৩৬৫)

অপর বর্ণনায় এসেছে অন্তঃকরণের উদাহরণ হলো পাখির একটি পালকের মতো যা মরুভূমিতে পড়ে রয়েছে। বাতাসে সেটিকে উলট-পালট করছে। (ইবনে আবী আসেম, কিতাবুস্ সুন্নাহ, নম্বর ২২৭, এর সনদ সহীহ্। জিলালুল জান্নাত ফী-তাখরীজিস সুন্নাহ, আলবানী ১/১০২)

এটি খুবই পরিবর্তনশীল যেমনটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চিত্রিত করেছেন তাঁর এ বাণীতে ঃ

" لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلْيَانًا "ـ(ظلال الجنة ١/١٠٢)

"আদম সন্তানের অন্তঃকরণ ফুটন্ত পাতিলের চেয়েও দ্রুত পরিবর্তনশীল।" (জিলালুল জান্নাত ফী-তাখরীজিস সুন্নাহ, আলবানী ১/১০২) অপর বর্ণনায় এসেছে ঃ "ফুটন্ত পাতিলের চেয়েও দ্রুত পরিবর্তনশীল"। (আহমাদ ৬/৪)

মহান আল্লাহ্ অন্তঃকরণকে পরিবর্তন করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন ঃ "সমস্ত আদম সন্তানের অন্তর মহান

প্রভুর দুই আঙ্গুলের মাঝে একটি অন্তঃকরণের মতো হয়ে রয়েছে। তিনি একে যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করেন। অতপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে অন্তঃকরণকে পরিবর্তনকারী। আপনি আমাদের অন্তঃকরণকে আপনার আনুগত্যের পানে ফিরিয়ে দিন।" (মুসলিম, হাদীস নম্বর ২৬৫৪) **"আল্লাহ্ মানুষ ও তার অন্তঃকরণের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান।"** কিয়ামতের দিন কেহ মুক্তি পাবেনা একমাত্র "**যে অনুগত অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে সে ব্যতীত।"** আর ধ্বংস হবে "**যাদের অন্তঃকরণ আল্লাহ্র স্মরণের ব্যাপারে কঠিন।"** জান্নাতের অঙ্গীকার করা হয়েছে "**যে মহান প্রভুকে ভয় করেছে গযবের ব্যাপারে এবং অনুগত বাধ্য অন্তঃকরণ নিয়ে আসবে।"** একজন মুমিনকে অবশ্যই তার অন্তরকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সম্ভাব্য ব্যাধি সম্পর্কে জানতে হবে এবং রোগের কারণ বুঝে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে যেন এতে কালো দাগ না পড়ে এবং ধ্বংস হয়ে না যায়। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে কঠিন, বদ্ধ, অন্ধ, রোগাক্রান্ত এবং মোহর মারা অন্তঃকরণ সম্পর্কে সর্তক করেছেন।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় ঈমানের দুর্বলতার কারণসমূহ চিহ্নিত করে এর চিকিৎসার ব্যাপারে আলোচনা করবো। আমি মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, তিনি যেন এ কর্মের দ্বারা আমাকে এবং আমার ভাইদেরকে উপকৃত করেন এবং এর উত্তম প্রতিফল দান করেন। তিনি যেন আমাদের অন্তঃকরণকে নরম করে দেন এবং সঠিক হেদায়েতের পথ দেখান। তিনিই উত্তম অভিভাবক এবং উৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ

দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। যেমন ঃ

১। পাপে নিমজ্জিত হওয়া এবং হারাম কাজ করা ঃ অনেক পাপী পাপ করে এবং এর উপরে অটল থাকে। কেউ কেউ আবার অনেক ধরনের পাপ করে থাকে। বেশী বেশী পাপে নিমজ্জিত হলে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে পাপ কাজ করতে ভালো লাগে। যেমন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে ঃ

"كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُوْلُ : يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ وَيَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ."

"আমার সমস্ত উম্মতকে ক্ষমা করা হবে একমাত্র প্রকাশকারী ব্যতীত। প্রকাশকারী হলো সেই ব্যক্তি যে রাত্রে পাপ করার পরে আল্লাহ্ তা গোপন রেখেছেন। কিন্তু সে সকালে বলে, হে উমুক ব্যক্তি, আমি আজকে রাত্রে এই কাজ করেছি, ঐ কাজ করেছি। সে রাত্রে যখন ঘুমায় আল্লাহ্ তার পাপকে ঢেকে রাখেন। অথচ সকালে সে তা লোকদের সম্মুখে প্রকাশ করে দেয়।" (বুখারী, ফতহুল বারী ১০/৪৮৬)

২। অন্তঃকরণে কাঠিন্যতা অনুভব করা ঃ মানুষ তার অন্তরে কাঠিন্যতা অনুভব করে। মনে হয় যেন এটি এক কঠিন পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। কোন কিছুই এর উপর ক্রিয়া করছে না। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً» (البقرة : ٧٤)

"অতঃপর তোমাদের অন্তর এই ঘটনার পর কঠিন হয়ে যায়, এটি যেন পাথরের

মতো শক্ত হয়ে গেছে অথবা তার চেয়েও কঠিন।" (সূরা বাকারা ঃ ৭৪)

যার অন্তর কঠিন হয়ে যায় তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করার উপদেশ দিলে বা কোনো মৃত্যুর ঘটনা দেখলে কিংবা জানাযা দেখলেও সে প্রভাবিত হয়না। সে নিজেই জানাযা বহন করলো এবং লাশ কবরস্থ করলো কিন্তু তার কবরের ভিতর দিয়ে গমনাগমন যেন পাথরের ভিতর দিয়ে গমনাগমনের মতো, কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না।

৩। **ভালোভাবে ইবাদত না করা ঃ** যেমন নামাযের সময়, কুরআন তেলাওয়াতের সময়, দু'আর সময় একাগ্রতা না থাকা। দু'আ করার সময় এর অর্থের দিকে খেয়াল না করা, মনে হয় যেন এমনিতেই মুখস্থ আওড়িয়ে যাচ্ছে। যদিও সে এই দোয়া নির্দিষ্ট সময়ে সুন্নতি তরীকায় পাঠ করে থাকে। "মহান আল্লাহ্ গাফেল ও উদাসীন ব্যক্তির দু'আ কবুল করেন না।" (তিরমিযী ৩৪৭৯; সিলসিলা সহীহা ৫৯৪)

৪। **আনুগত্য ও ইবাদতে শৈথিল্যতা ও অলসতা প্রদর্শন করা ঃ** সঠিক সময়ে ইবাদত করে না। আর যদি ইবাদত করে, তবে তাতে প্রাণ থাকে না। মহান প্রভু মুনাফেকদের সম্পর্কে বলেন ঃ

«وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاۤءُوْنَ النَّاسَ»

"বস্তুত তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য।" (সূরা নিসা ঃ ১৪২)

ইবাদতের সময় পার হয়ে গেলে তার জন্য মনে কোন কষ্ট অনুভব হয়না। হজ্ব আদায় করে না। জামায়াতে নামায আদায় করে না, অতঃপর জুমআর নামাযেও দেরী করে। নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "যে সম্প্রদায় জামায়াতের প্রথম কাতারে উপস্থিত হতে সবসময় দেরী করতে থাকবে শেষ অবধি, আল্লাহ্ তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।" (আবু দাউদ ৬৭৯ ; সহীহুত তারগীব ৫১০)

তেমনিভাবে ফরজ নামায না পড়েই ঘুমিয়ে গেলেও মনে কষ্ট অনুভব করে না বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বা ফরজে কেফায়া ছুটে গেলে ইচ্ছাকৃতভাবেই আদায় করে না। এমনকি ঈদের জামায়াতেও উপস্থিত হয় না। জানাযার নামায পড়তে চায় না। প্রকৃতিপক্ষে সে নেকীর কাজ করতে আগ্রহী নয়, সে হলো আল্লাহ্ তা'য়ালার এ বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত, "তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তো, তারা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকতো এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯০)

ইবাদতের ক্ষেত্রে অলসতা করার বহিঃপ্রকাশ হলো রাতে তাহাজ্জুদ না পড়া, সুন্নাত আদায়ে অনীহা, মসজিদের দিকে তাড়াতাড়ি না যাওয়া ইত্যাদি।

৫। মেজাজের ভারসাম্যহীনতা এবং বক্ষের অপ্রশস্ততা ঃ মনে হয় যেন তার বুকে জগদ্দল পাথর চেপে আছে। সামান্যতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে, কারও সাথেই সুসম্পর্ক রাখেনা। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঈমানের কথা এভাবে বলেছেন, "ধৈর্য ধারণ করা এবং ক্ষমা করাই হলো ঈমান।" (সিলসিলা সহীহা ৫৫৪, ২/৮৬)

তিনি মুমিনের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন এভাবে, "সে নিজে আকৃষ্ট হবে, অন্যকে আকৃষ্ট করবে সেই ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই যে, নিজে আকৃষ্ট হয়না এবং যার দিকে অন্য কেউ আকৃষ্ট হয় না।" (সিলসিলা সহীহা ৪২৭)

৬। কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া ঃ পবিত্র কুরআনের ওয়াদা বা এর শাস্তিতে অথবা এর নির্দেশ বা নিষেধ কিম্বা কিয়ামতের চিত্রের কথা জেনেও মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। দুর্বল ঈমানের লোক কুরআন শুনতে আগ্রহী হয়না। কোথাও কুরআন শুনলে বা পড়লে তার মন চায় যেন তা তাড়াতাড়ি বন্ধ করা হয়।

৭। আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ এবং তাঁর নিকট প্রার্থনার ব্যাপারে গাফিল থাকাঃ আল্লাহ্‌র যিকির করতে কঠিন মনে হওয়া এবং যখন দু'আ করতে হাত উঠায় তখন দ্রুত হাত গুটিয়ে ফেলে। আল্লাহ্ তা'য়ালা মুনাফেকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন ঃ

«وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا» ـ (النساء : ١٤٢)

"আর তারা আল্লাহ্‌কে অল্পই স্মরণ করে।" (সূরা নিসা ঃ ১৪২)

৮। কোনো হারাম কাজ সংঘটিত হতে দেখলেও ক্রোধের সঞ্চার না হওয়া ঃ কেননা প্রত্যেকের অন্তরেই এ গাইরুত বা বোধ থাকা বাঞ্ছনীয় যে, আল্লাহ্ ও রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো কিছু কাউকে করতে দেখলে মনে যদি ক্রোধের সঞ্চার না হয়, তাহলে তার দুর্বল ঈমান প্রকাশ পায়। যে রোগাক্রান্ত অন্তরের কথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সহীহ্ হাদীসে এভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ "মানুষের অন্তরে ফিৎনা দানা বাধে। যেমন চাটাই

একটি একটি করে পাতা দিয়ে গাঁথা হয়ে থাকে। সুতরাং যে অন্তরে এগুলি গ্রহণ করবে তার অন্তঃকরণের ওপর একটি করে কালো দাগ পড়তে থাকে। অবস্থা এমন হয় যে, তা আস্তে আস্তে হাঁড়ির কালির মতো অন্ধকার হয়ে যায়। এ অন্তর ভালোকে ভালো বলে চিনে না এবং মন্দকে মন্দ বলে গণ্য করেনা। সে মনে যা চায় তাই করে।" (মুসলিম , হাদীস নম্বর ১৪৪)

৯। **নিজেকে প্রকাশ করতে ভালোবাসা ঃ** এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন- নেতৃত্বের আকাঙ্খা এবং দায়িত্বের বিপজ্জনকতার কথার প্রতি গুরুত্ব না দেয়া। অথচ এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেছেন ঃ

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَ الْفَاطِمَةُ ۔(رواه البخارى رقم ٦٧٢٩)

"নিশ্চয় তোমরা নেতৃত্বের ব্যাপারে আগ্রহী। অথচ, কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য তা অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হবে। এর প্রথম দিকতো খুবই সুখকর। কিন্তু শেষ পরিণতি খুবই ভয়ঙ্কর।" (বুখারী, হাদীস নম্বর ৬৭২৯)

অর্থাৎ ক্ষমতায় থাকাকালীন টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, প্রতাপ-প্রতিপত্তি সবই থাকে। কিন্তু ক্ষমতা চলে গেলে এ দুনিয়াতে গ্রেপ্তার, বিচার এমনকি মৃত্যুদণ্ড হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। আর পরকালের শাস্তি তো রয়েছেই।

অন্য হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ عَنِ الإمَارَةِ وَمَا هِيَ ، أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ مَنْ عَدَلَ ۔

(رواه الطبرانى فى الكبير ٧٢/١٨ وهو فى صحيح الجامع ١٤٢٠)

"তোমরা চাইলে আমি তোমাদেরকে ক্ষমতা বা নেতৃত্ব সম্পর্কে বলতে পারি। তা হলো-এর প্রথম ভাগ হলো ভর্ৎসনা লাভ। দ্বিতীয়ত হলো অপমানিত ও লাঞ্ছিত হওয়া এবং তৃতীয়ত হলো কিয়ামতের দিন শাস্তি ভোগ করা। একমাত্র যে ব্যক্তি ইনসাফ করলো সে ব্যতীত।" (তবারানী ফীল কাবীর ১৮/৭২. সহীহ আল-জামে ১৪২০)

যদি দায়িত্ব পালন করা খুবই জরুরী হয়ে পড়ে এবং তার চেয়ে অন্য কাউকে ভালো না পাওয়া যায় তাহলে এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করতে কোনো বাধা নেই। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় নেতৃত্বে আগ্রহী হয়ে নিজের ভালো পদের কারণে মানুষ দায়িত্ব গ্রহণে ছুটে যায় এবং প্রকৃত হকদারদের অধিকার বিনষ্ট করে। সভা-সমাবেশ করতে আগ্রহী হওয়া এবং অন্যদেরকে নিজের কথা শুনতে বাধ্য করা যে সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন। লোকজন যেন তার সম্মান দেয় এটা পছন্দ করা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি নিজের সম্মানার্থে আল্লাহ্‌র বান্দারা দাঁড়াক এটা পছন্দ করল সে জাহান্নামে নিজের জন্য ঘর তৈরী করল।" (আদাবুল মুফরাদ ৯৭৭; সিলসিলা সহীহা ৩৫৭)

মুয়াবিয়া একবার ইবনে যুবাইর এবং ইবনে আমেরের নিকট প্রবেশ করেন। ইবনে আমের উঠে দাঁড়ান এবং ইবনে যুবাইর বসে থাকেন। তখন মুয়াবিয়া ইবনে আমেরকে লক্ষ্য করে বলেন, তুমি বস। আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ

"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ عِبَادُ اللهِ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنَ النَّارِ" - (السلسلة الصحيحة ٣٥٧)

"যে ব্যক্তি তাঁর সম্মানার্থে লোকজন দাঁড়াক এটা পছন্দ করে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।" (সিলসিলা সহীহা ৩৫৭)

এধরনের লোকদের মাঝে ক্রোধ পরিলক্ষিত হয় যখন সুন্নাত মোতাবেক আমল করা হয়। কোথাও এরা প্রবেশ করলে, তথায় লোকজন না দাঁড়ালে অসন্তুষ্ট হয় এবং রাসূলের (সা.) নিষেধ থাকা সত্ত্বেও লোকজনকে দাঁড়াতে বাধ্য করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" - (رواه أبو داود رقم ٥٢٢٩)

"কেউ যেন নিজের জন্য অন্য কাউকে দাঁড় করিয়ে না বসায় অতঃপর নিজে বসে।" (আবূ দাউদ, হাদীস নম্বর ৫২২৯)

১০। কৃপণতা ঃ মহান আল্লাহ্ আনসারদের প্রশংসা করে বলেন ঃ

«وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ»۔ (الحشر : ٩)

"এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।" (সূরা আল-হাশর ঃ ৯)

এবং তিনি একথাও বর্ণনা করেছেন যে, সেই প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্ত যে কৃপণতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে। একথা নিশ্চিত যে, দুর্বল ঈমানের কারণে কৃপণতা সৃষ্টি হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"لاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالاِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا"۔ (المجتبى ١٢/٦ ، وهو فى صحيح الجامع ٢٦٧٨)

"কস্মিনকালেও কোন বান্দাহ্র অন্তরে কৃপণতা ও ঈমান একত্রে হতে পারে না।" (আলমুজতবা ৬/১৩ ; সহীহ্ আল-জামে ২৬৭৮)

কৃপণতা খুবই বিপজ্জনক এবং আত্মার উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা কৃপণতা থেকে সাবধান হও। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কৃপণতার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। কৃপণতার কারণে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে এবং এর জন্য পাপ কাজ করেছে।"(আবু দাউদ ২/৩২৪; সহীহ্ আল-জামে নম্বর ২৬৭৮)

কৃপণ ব্যক্তি কখনও কারো দুঃখে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসতে পারে না, তার অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য করতে এগিয়ে আসেনা, দুঃখী-গরীবের কষ্ট লাঘবে মন গলে না। মহান আল্লাহ্ তাদের ব্যাপারে বলেন ঃ

«هَاأَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ج فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ ج وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ ط وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ج وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُوْا أَمْثَالَكُمْ»۔ (محمد : ٣٨)

"শোন তোমরা তো তারা, যাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার আহবান জানান হচ্ছে, অতপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করেছে। আল্লাহ্ অভাব মুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের

পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩৮)

১১। কথা ও কাজে গরমিল ঃ এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَالاَ تَفْعَلُوْنَ - كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَالاَ تَفْعَلُوْنَ» - (الصف : ٢-٣)

"মুমিনগণ! তা কেন বল তোমরা যা করনা, এরূপ বলা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই অপছন্দণীয় কাজ।" (সূরা আস্‌সফ ঃ ২-৩) নিঃসন্দেহে এটি এক প্রকার মুনাফেকী। যে ব্যক্তির কাজ কথার বিপরীত হবে, সে আল্লাহ্‌র নিকটে ঘৃণিত হবে এবং মানুষের নিকটে অপছন্দনীয় হবে। জাহান্নামীরা তার স্বরূপ উম্মোচন করবে। সে সৎ কাজের আদেশ দিতো এবং নিজে করত না এবং অসৎ কাজে নিষেধ করতো এবং নিজে তা করতো।

১২। মুসলমান ভাইয়ের বিপদ দেখলে বা কোনো ক্ষতি হলে অথবা ব্যর্থতা দেখলে খুশি হওয়া ঃ একথা ভেবে খুশি হয় যে, ওরতো এটা ক্ষতি হলো আহ্! এটা কতই না ভালো হলো। এধরণের মানসিকতা ঈমানী দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ।

১৩। শুধুমাত্র কাজটি অপছন্দনীয় কিনা, দেখা ঃ এটা দেখা একাজের দ্বারা গুনাহ্ হবে বা হবে না, সেদিকে মোটেও গুরুত্ব না দেয়া। অনেকেই জিজ্ঞেস করে, এই কাজ করলে গুনাহ্ হবে নাকি? এটি কি হারাম নাকি মাকরূহ? এ ধরনের মনোবৃত্তি হারামের দিকেই নিয়ে যায় সন্দেহযুক্ত বিষয়কে কর্মে পরিণত করার জন্য। কেউ সন্দেহযুক্ত কাজ করলে এ আশঙ্কা রয়েছে যে, একদিন সে হারাম কাজ করে ফেলবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্তক করে বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কাজ করলো সে হারাম কাজ করলো। যেমন কেউ যদি নিষিদ্ধ চারণভূমির পাশে ছাগল চরায় তাহলে, আশঙ্কা রয়েছে যে, সে নিষিদ্ধ চারণভূমিতে চরবে।" (বুখারী, মুসলিম, মুসলিম নম্বর ১৫৯৯)

বরঞ্চ অনেকে ফতওয়া চায় এই বলে যে, যদি বলা হয় এটি হারাম, তাহলে প্রশ্ন করে, এর হুরমত (অবৈধতা) কি খুবই কঠিন? এটি করলে কেমন গুনাহ্ হতে পারে? এ ধরনের লোকতো খারাপ বা মাকরূহ কাজ হতে দূরে থাকেই না বরং প্রথম পর্যায়ের হারাম কাজ করার মানসিকতা রয়েছে। হারাম কাজ করতে গিয়ে

গুনাহের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করেনা। এদের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "আমি আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায়ের কথা জানি যারা কিয়াতমের দিন তিহামার পাহাড় পরিমাণ নেকী নিয়ে হাজির হবে। আল্লাহ্ এ গুলিকে ধুলিকণার মতো উড়িয়ে দেবেন। হযরত সাওবান (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এদের গুণাবলী বলুন, এদের চিহ্নিত করুন, যেন আমরা অজান্তে এদের মতো না হয়ে যাই। তিনি বলেন ঃ তারা তোমাদেরই বংশধর তোমাদের মতোই রাতে তাহাজ্জুদ পড়বে কিন্তু সুযোগ পেলেই হারাম কাজ করে বসবে।" (ইবনে মাজা ৪২৪৫; বলা হয়েছে এ হাদীসটির সনদ সহীহ্ ; সহীহ্ আল-জামে ৫০২৮)

কোনোরূপ দ্বিধাদ্বন্দ ছাড়াই এরা হারাম কাজ করে ফেলে। ঐ লোকের চেয়ে নিকৃষ্ট যে হারাম কাজ করতে গিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে। যদিও দু'জনই খারাপ তবে প্রথমোক্ত ব্যক্তি বেশী নিকৃষ্ট- যে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ব্যতিরেকেই হারাম কাজ করে। এ ধরনের লোক ঈমানী দুর্বলতার কারণে অতি সহজেই গুনাহের কাজ করে ফেলে। এজন্য মোটেও ভ্রূক্ষেপ করে না যে, খারাপ বা অন্যায় কাজ করে ফেললো।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) মুমিন এবং মুনাফেকের অবস্থা এ ভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "মুমিন ব্যক্তি তার গুনাহ্র দিকে এভাবে দেখে যেন সে পাহাড়ের নীচে বসে আছে সেটি তার উপর পড়ে যাবে এ আশঙ্কায় শঙ্কিত এবং পাপী ব্যক্তি তার গুনাহের দিকে দেখে যেন তার নাকের উপর একটি মাছি বসেছে। এরপর তা হাত দিয়ে তাড়িয়ে দেয়।" (বুখারী, ফতহুল বারী ১১/১০২; দেখুন তাগলীকুত তালীক ৫/১৩৬)

১৪। ভাল কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করা এবং ছোট খাট নেকীর কাজকে গুরুত্ব না দেয়া ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিক্ষা দিয়েছেন যেন আমরা সেরূপ না হই। ইমাম আহমাদ হযরত আবু জুরাই আল হুজায়মী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম। অতঃপর বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা গ্রামের অধিবাসী, আমাদেরকে এমন কিছু বিষয় শিক্ষা দিন যা দ্বারা আল্লাহ্ পাক আমাদের কল্যাণ করেন। তখন তিনি বললেন ঃ "তুমি নেকীর কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না, তুমি যদি তোমার ভাইয়ের

পাত্রে একটু বালতি থেকে পানি ঢেলে দাও অথবা তোমার কোনো ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ কর।" (মুসনাদে আহমাদ ৫/৬৩; সিলসিলা সহীহা ১৩৫২)

এ জন্যই কারো পাত্রে একটু পানি ঢেলে দেয়া বা কারো সাথে হাসি মুখে কথা বলা এবং মসজিদ থেকে ময়লা আবর্জনা দূর করা এমন ছোট ছোট কাজও গুনাহ্ মাফের কারণ হবে। মহান প্রভু তার বান্দাহ্র উপর সন্তুষ্ট হয়ে এসব কাজের জন্য তার বান্দাহ্কে ক্ষমা করে দেবেন। আপনি কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসটি জানেন না যে তিনি বলেছেন, "এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখলো এক গাছের এক টি ডাল রাস্তার উপর পড়ে আছে। সে ব্যক্তি বললো আমি এটিকে অবশ্যই মুসলমানদের পথ থেকে সরিয়ে দেব যেন তাদেরকে কষ্ট না দেয় এজন্য আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান।" (মুসলিম, হাদীস নম্বর ১৯১৪)

যে ব্যক্তি ছোট খাট নেকীর কাজকে অবজ্ঞা বা তুচ্ছজ্ঞান করবে সে বিরাট প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি মুসলমানদের চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক কিছু দূর করবে তার জন্য একটি নেকী লিখা হবে। আর যার একটি নেকী কবুল হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আদাবুল মুফরাদ হাদীস নম্বর ৫৯৩; সিলসিলা সহীহা ৫/৩৮৭)

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবালের (রা.) সাথে অপর এক ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছিল। পথে তিনি রাস্তা থেকে একটি পাথর তুলে সরিয়ে ফেললেন। সে ব্যক্তি বললো এটি কি করলেন? তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ

"مَنْ رَفَعَ حَجَرًا مِنَ الطَّرِيْقِ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ"۔(المعجم الكبير للطبرانى ٢٠/١٠١، السلسلة الصحيحة ٥/٣٨٧)

"যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে একটি পাথর সরিয়ে দেবে যা মানুষকে কষ্ট দিত তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে। আর যার একটি নেকী থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (আল-মুজাম আলকাবীর ২০/১০১; সিলসিলা সহীহা ৫/৩৮৭)

১৫। মুসলমানদের সমস্যার ব্যাপারে গুরুত্ব না দেয়া ঃ এর জন্য কোনো

অনুদান বা নিদেন পক্ষে দু'আ না করা। সে একেবারে ঠান্ডা অনুভূতির লোক। বিশ্বের মুসলমানদের উপর কোথায় আক্রমণ হচ্ছে বা কোথায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পড়ছে এ ব্যাপারে সামান্য সহানুভূতিও নেই। সে শুধু নিজের নিরাপত্তা নিয়েই সন্তুষ্ট এর কারণ, তার ঈমান দুর্বল। কেননা একজন মুমিন অবশ্যই এর বিপরীত হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বলেছেন ঃ "একজন মুমিন আহলে ঈমানদের ক্ষেত্রে তার অবস্থান হবে শরীরে মাথার মতো। একজন মুমিন ঈমানদারদের দুঃখে দুঃখিত হবে, যেমন মাথায় কিছু হলে সারা শরীর ব্যথা অনুভব করে।" (আহমাদ ৩৪০; সিলসিলা সহীহা ৫/৩৮৭)

১৬। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করা ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে বা ইসলামের স্বার্থে তার অপর ভাইয়ের সাথে সর্ম্পক গড়ে, তাহলে তা একমাত্র ছিন্ন হতে পারে যদি তাদের কেউ কোনো গুনাহ করে কেবল তাহলেই। (আদাবুল মুফরাদ নম্বর ৪০১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নম্বর ২/৬৮; সিলসিলা সহীহা ৬৩৭)

এটিই প্রমাণ যে, গুনাহের কারণে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। গুনাহের কারণে ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। গুনাহ্গারের জন্য অন্য মুমিনদের অন্তরে তার ব্যাপারে শ্রদ্ধার অভাব ঘটে এবং আল্লাহ্ তা'য়ালার তার ব্যাপারে দেয়া প্রতিরোধ ভেঙে যায় অথচ। আল্লাহ্ মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে থাকেন।

১৭। দ্বীনের কাজে দায়িত্বানুভূতি না থাকাও দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ ঃ দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য এগিয়ে আসে না। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর সাহাবীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা ইসলামে প্রবেশ করার সাথে সাথেই দ্বীন প্রচারকে নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তুফাইল ইবনে আমর (রা.) এর ঘটনাই দেখুন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়সাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চান নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়ে দ্বীন প্রাচারের জন্য। আজকে অনেকেই আমরা দাওয়াতের কাজ শুরু করতে বেশ দেরী করি।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা ইসলাম গ্রহণ করার পর দাওয়াতের কাজে সহায়ক কাজকর্ম শুরু করে দিতেন। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের অবসান ঘটাতেন তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট হতেন। দেখুন সোমামাহ ইবনে আসাল (রা.) ঘটনা প্রবাহের দিকে। তিনি ছিলেন ইয়ামামার গোত্রপতি। তাকে যখন বন্দী করে নিয়ে আসা হয় এবং মসজিদে নববীর থামের সাথে তাকে বেঁধে রাখা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। অতঃপর আল্লাহ্ তার অন্তঃকরণকে ইসলামের আলো দ্বারা আলোকিত করেন, ফলে সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর উমরাহ্ করতে মক্কায় যায়। মক্কায় পৌছে তিনি কুরাইশ সরদারদের বলেন, এখন থেকে রাসূল (সা.) এর অনুমতি ব্যতীত ইয়ামামা থেকে একটি গমের দানাও তোমাদের নিকট পৌছবে না। (বুখারী, ফতহুল বারী ৮/৮৭)

তিনি কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং তাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেন যেন তারা দাওয়াতের প্রতি এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়। আর এটি ছিল তাৎক্ষণিক, তার বলিষ্ঠ ঈমান তাকে এ কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।

১৮। বিপদাপদে ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া ঃ চক্ষু যেন ছানাবড়া হয়ে পড়ে কোনো বিপদ মুসিবতের কথা শুনলে। বলিষ্ঠভাবে দৃঢ়তার সাথে সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আর এর পিছনে মূল কারণ হল ঈমানের দুর্বলতা।

১৯। অনর্থক ঝগড়া-বিবাদ বা তর্ক-বিতর্ক করা ঃ প্রমাণ ব্যতিরেকেই তর্ক-বিতর্ক করা বা সঠিক উদ্দেশ্য ছাড়াই অহেতুক বির্তক করা মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোকেরই তর্ক-বিতর্ক হয় বাতিল বিষয় নিয়ে। এ বদঅভ্যাস পরিত্যাগের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটিই যথেষ্ট ঃ "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের একটি ঘরের জিম্মাদার যে ব্যক্তি বির্তক পরিহার করেছে যদিও সে হক পথেই ছিল।" (আবু দাউদ ৫/১৫০; সহীহ্ আল-জামে ১৪৬৪)

২০। দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও এর প্রতি ঝুঁকে পড়া ঃ দুনিয়ার মোহে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, যদি কোনো মাল বা টাকা পয়সা ছুটে যায় তাহলে খুব মন যাতনা অনুভব করে। নিজেকে খুবই বঞ্চিত মনে করে যখন দেখে অন্য

কেউ তা পাচ্ছে। তখন অন্যের ব্যাপারে মনে হিংসার উদ্রেক ঘটে, আর তা ঈমানের পরিপন্থী। নবী করীম (সা.) বলেছেন ঃ

"لاَ يَجْتَمِعَانِ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ الاِيْمَانُ وَالْحَسَدُ" ـ(المجتبى ١٣/٦ وهو فى صحيح الجامع ٧٦٢٠)

"কোন বান্দার অন্তরে ঈমান এবং হিংসা-বিদ্বেষ এক সাথে হতে পারে না।" (আলমুজতাবা ৫/১৫০; সহীহ আল-জামে ৭৬২০)

২১। জনশ্রুতিকে বর্ণনার জন্য গ্রহণ করা ঃ ঈমানদারের পরিচয় তার কথায় পাওয়া যায় না, তার কথায় কুরআন হাদীস বা সালফে সালেহীনদের উদ্ধৃতি থাকে না।

২২। নিজেকে নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকা এবং বাড়াবাড়ি করা ঃ খাওয়া, পান করা পোষাক-আশাক বাড়ী-ঘর গাড়ী-ঘোড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেখা যায় নিজের পূর্ণতার জন্য বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে পেরেশান হচ্ছে। বাড়ী-ঘর আসবাব পত্রের জন্য টাকা-পয়সা, সময় ব্যয় করছে। এটি প্রকৃতপক্ষে তেমন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়, অথচ তার মুসলমান ভাইয়েরা কত কষ্ট যাতনার মাঝে রয়েছে। তাদের কত অভাব অনটন। সে নিজের সুখের জন্য সর্বদা ব্যতিব্যস্ত যে ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ (রা.)-কে ইয়েমেনে শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন তিনি তাকে এ বলে উপদেশ দিয়েছিলেন ঃ "নিয়ামতে মগ্ন থাকার ব্যাপারে সাবধান হও। কেননা আল্লাহ্র বান্দাহ্রা কখনও নিয়ামতে মগ্ন থাকতে পারে না।" (আবু নায়ীম, হুলিয়া ৫/১৫৫; সিলসিলা সহীহা ৩৫৩; আহমাদ ৫/২৪৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়
ঈমানের দুর্বলতার কারণ

ঈমানের দুর্বলতার অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কারণ ঈমানী দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন- গুনাহে লিপ্ত থাকা, দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকা ইত্যাদি। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ উল্লেখ করবো।

১। ঈমানী পরিবেশ থেকে দীর্ঘদিন দূরে থাকা ঃ এটি মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। মহান প্রভু বলেন ঃ

«أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ط وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ»۔ (الحديد : ١٦)

"যারা মুমিন, তাদের জন্য কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদেরকে পূর্ণ কিতাব দেয় হয়েছিল। তাদের উপরে সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।" (সূরা আলহাদীদ ঃ ১৬)

এ আয়াত প্রমাণ করে যে দীর্ঘদিন ঈমানী পরিবেশ থেকে দূরে থাকলে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ ঃ যে ব্যক্তি তার মুসলমান দ্বীনদার ভাইদের থেকে সফরের কারণে বা চাকরির কারণে দীর্ঘদিন দূরে থাকে এবং ঈমানী পরিবেশ না পায় তাহলে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। ইমাম হাসান বসরী (রহ.) বলেন, "আমাদের ভাইয়েরা আমাদের নিকট আমাদের পরিবার থেকে বেশী মূল্যবান। কেননা আমাদের পরিবারের লোকজন আমাদেরকে দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় আর আমাদের ভাইয়েরা আমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" এই দূরত্ব যদি অব্যাহত থাকে তাহলে পরবর্তীতে ঈমানী

পরিবেশের বিরুদ্ধে মনে অনাগ্রহের সৃষ্টি হবে এবং মনের মাঝে কাঠিন্যতা আসবে এবং ঈমানের আলো দুর্বল হয়ে পড়বে। এ বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করতে পারি তাদের মাঝে যারা বিভিন্ন অনৈসলামিক পরিবেশে ছুটি কাটাতে যায় বা চাকরি কিংবা লেখাপড়ার জন্য যায় তাদের মাঝে।

২। সৎ ও অনুকরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব থেকে দূরে থাকা ঃ যে ব্যক্তি নেককার ব্যক্তির নিকট শিক্ষালাভ করে সে একাধারে যেমন জ্ঞান পায় অন্যদিকে তেমনি সৎ অনুকরণীয় ব্যক্তির চরিত্র পেয়ে যায়। তার ঈমানী ও রুহানী প্রভাবে প্রভাবিত হয় এবং তার উত্তম চরিত্রে অনুপ্রাণিত হয়। যদি কিছু সময় তার থেকে দূরে থাকে তাহলে শিক্ষার্থী অন্তরে কাঠিন্যতা অনুভব করে। এজন্য যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেন এবং তাঁকে কবরস্থ করা হয় সাহাবীরা বলেন, আমরা অন্তরে অবাঞ্ছিত ভাব অনুভব করলাম এবং তাদেরকে একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্ন ভাব মনে হচ্ছিল কেননা তাদের মুরব্বী ও প্রশিক্ষক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন। তাদের অবস্থার কথা অন্য বর্ণনায় এভাবে চিত্রিত হয়েছে "বৃষ্টি ভেজা অন্ধকার রাতে পালহারা ছাগলের মতো"। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে বিদায় নিয়েছিলেন যারা প্রত্যেকেই এক একজন পাহাড়সম যার প্রত্যেকেই খেলাফতের যোগ্য। কিন্তু আজকের দিনে মুসলমানরা সবচেয়ে মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে যোগ্য অনুকরণীয় অনুসরণীয় নেতার জন্য।

৩। শরীয়তী জ্ঞান ও ঈমানী বইপত্র থেকে দূরে থাকা ঃ উল্লেখিত বিষয়গুলো তাদের অন্তঃকরণকে জীবন্ত করে তুলবে। অনেক বইপত্র রয়েছে যা পাঠ করলে পাঠক বুঝতে পারে যে, তার অন্তঃকরণে ঈমান নাড়া দিচ্ছে। এর মাঝে সর্বপ্রথম হল আল্লাহ্র কালাম পাক কুরআন, হাদীসের গ্রন্থসমূহ এবং বিভিন্ন ইসলামী মণীষীদের লেখা বই বিশেষভাবে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম এবং ইবনে রজব প্রভৃতি লেখকদের লিখা বই। কিছু বই রয়েছে যেমন উদাহরণ স্বরূপ ভাষাতত্ত্বের বই। এগুলি অন্তঃকরণে কাঠিন্যতা সৃষ্টি করে। এসব বই খারাপ একথা বলা হচ্ছে না। এসব বইয়ের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু এর দ্বারা দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল হলেও ঈমান বৃদ্ধি পাবে না। পক্ষান্তরে উদাহরণ স্বরূপ আপনি বুখারী মুসলিম

শরীফের হাদীস পাঠ করলে মনে হবে যেন রাসূল (সা.)-এর যুগে রয়েছেন, সাহাবীদের সাথে রয়েছেন এবং ঈমানী গন্ধ অনুভব করছেন যা তাদের যুগে সংঘটিত হয়েছে ঃ

أَهْلُ الْحَدِيْثِ هُمْ أَهْلُ الرَّسُوْلِ وَإِنْ

لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ ، أَنْفَسَهُ صَحِبُوْا

হাদীসের অনুসারীরা রাসূলের অনুসারী। যদিও তারা

তাঁর শারীরিক সাহচর্য পায়নি, তাঁর নিশ্বাসের (বাণীর) সাহচর্য পাচ্ছে।

একারণেই যারা শরিয়তী জ্ঞান থেকে দূরে যেমন দর্শন, সমাজ প্রভৃতি জ্ঞান নিয়ে মগ্ন যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই তাদের উপর এর প্রভাব স্পষ্ট। তেমনিভাবে যারা নভেল নাটক ও ভালোবাসার গালগল্প নিয়ে ব্যস্ত এবং বিভিন্ন সংবাদ ও সংবাদপত্র নিয়ে ব্যস্ত যাতে কোনো উপকার বা ফায়েদা নেই তাদের ঈমানের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

৪। গুনাহ্গারদের মাঝে অবস্থান করা ঃ যেমন এ একজন গুনাহ্ করে গর্বভরে তা বর্ণনা করছে দ্বিতীয়জন হয়ত গান ধরেছে বা শুনছে, তৃতীয় জন ধূমপান করছে, চতুর্থ জন হয়ত অশ্লীল পত্রিকা উল্টাচ্ছে, পঞ্চম জন হয়ত কাউকে গালমন্দ করছে, এভাবেই গীবতের আসর জমিয়েছে কেউ হয়ত বিভিন্ন খেলার খবর নিয়ে আলোচনায় মগ্ন যার কোনো সীমা নেই।

কিংবা তাদের মাঝে অবস্থান যারা দুনিয়া ছাড়া আর কিছুর আলোচনা করে না। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত, বিনিয়োগ নিয়ে মগ্ন কিংবা চাকরি-বাকরীর পদন্নোতি কিংবা উপরি পাওনা নিয়ে ব্যস্ত।

তার বাড়ীর কথা কি বলব? বাড়ীতে যে সব অন্যায় ও অশ্লীল কাজ ঘটছে তা দেখে একজন মুমিনের অন্তর ব্যথিত না হয়ে পারে না। গানের ক্যাসেট, সিনেমার ফিল্ম চলছে, পুরুষ মহিলার সাথে দেখা করছে, পর্দার কোনো ধার ধারছে না। এসব যদি কোনো মুসলমানের ঘরে সংঘটিত হয়ে তাহলে অন্তঃকরণ অসুস্থ না হয়ে পারে না। এর ফলে কোমলতা দূর হয়ে কাঠিন্যতা লাভ করবে এতে কোনই সন্দেহ নেই।

৫। দুনিয়ার মোহে মগ্ন হওয়া ঃ

নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

"تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ"۔(رواه البخاری رقم ۲۷۳۰)

"দিনার ও দিরহামের (টাকা-পয়সার) গোলামেরা ধ্বংস হোক।" (বুখারী, হাদীস নম্বর ২৭৩০)

তিনি আরো বলেন ঃ

"إِنَّمَا يَكْفِىْ أَحَدُكُمْ مَاكَانَ فِى الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ"۔

(رواه الطبرانى فى الكبير ٧٨/٤ وهو فى صحيح الجامع ٢٣٨٤)

"এ দুনিয়ায় তোমাদের কারো জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যতটুকু একজন মুসাফিরের যাত্রার পথের জন্য প্রয়োজন।" (তবারানী ফীল কাবীর ৪/৭৮; সহীহ্ আল-জামে ২৩৮৪) অর্থাৎ সে যৎসামান্য সম্পদই প্রয়োজন যা তাকে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

আজকে দুনিয়ার মোহে মানুষকে অন্ধের মতো ছুটতে দেখা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। এ অবস্থার কথা রাসূল (সা.) এর হাদীসে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

"إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ قَالَ : إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَوْكَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ إِلَيْهِ ثَانٍ وَلَوْكَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفُ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى مَنْ تَابَ"۔(رواه أحمد ٢١٩/٥ وهو فى صحيح الجامع ١٧٨١)

"মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমি ধনসম্পদ দিয়েছি নামায প্রতিষ্ঠা এবং যাকাত আদায় করার জন্য। যদি আদম সন্তানের একমাঠ ভর্তি টাকা-পয়সা থাকে তাহলে দুইমাঠ ভর্তি টাকা-পয়সা হোক এটা কামনা করবে। আর দুইমাঠ ভর্তি

টাকা-পয়সা পেলে তিনমাঠ ভর্তি টাকা-পয়সা হোক এটা চাইবে। আদম সন্তানের পেট একমাত্র মাটি দ্বারাই পরিপূর্ণতা লাভ করবে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তার তাওবা কবুল করবেন।" (আহমাদ ৪/২১৯; সহীহ আল-জামে ১৭৮১)

৬। ধন-সম্পদ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে মেতে থাকা ঃ

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ »۔ (الأنفال : ٢٨)

"তোমরা জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি হলো ফিতনা স্বরূপ।" (সূরা আল-আনফাল ঃ ২৮)

তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

«زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ »۔(آل عمران : ١٤)

"মানবকূলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশু, বাড়ী এবং ক্ষেত খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এ সব হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহ্র নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৪)

এ আয়াতের অর্থ হলো যদি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের উপর প্রাধান্য পায় তাহলে তা হবে গর্হিত ও ঘৃণিত। আর যদি এসব বস্তুর ভালবাসা শরিয়তের সীমারেখার মধ্য থেকে হয়, তাহলে তা হবে পছন্দনীয়।

নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "এ দুনিয়ার মাঝে পছন্দনীয় বস্তু হলো স্ত্রী ও সুগন্ধি এবং নামাযকে আমার চক্ষুশীতলকারী করা হয়েছে।" (আহমাদ ৩/১২৮; সহীহ আল-জামে ৩১২৪)

অনেক লোকই স্ত্রীর পিছনে সন্তান-সন্ততির পিছনে ব্যস্ত হয়ে হারাম কাজে লিপ্ত

হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে দূরে সরে যায়। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "সন্তান হলো চিন্তা, কাপুরুষতা, অজ্ঞতা এবং কৃপণতার কারণ।" (তবারানী ফীল কাবীর ২৪/২৪১; সহীহ্ আল-জামে ১৯৯০)

কৃপণতার জন্য দান খায়রাত করতে গেলে শয়তান এসে বলে, তোমার সন্তানের জন্য কিছু রেখে যাও সেটাই উত্তম, তখন কৃপণতা অবলম্বন করে। কাপুরুষতার কারণ এজন্য যে, শয়তান এসে বলে, তুমি মরতে যাচ্ছ? তোমার ছেলে-মেয়ে এতিম হয়ে যাবে, তখন আর জিহাদে বের হতে পারে না।

অজ্ঞতার অর্থ হলো পিতা সন্তানের লেখা পড়া ও তার বই পড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাকে স্কুলে পৌঁছান, নিয়ে আসা ইত্যাদির কারণে নিজের জ্ঞানের পথ বন্ধ হয়ে যায়। আর চিন্তার কারণ হলো সন্তান রোগাক্রান্ত হলে পিতা চিন্তিত হয়ে পড়ে আর তার ঠিকমতো চিকিৎসা না করাতে পারলে চিন্তা আরো বহুগুণে বেড়ে যায়। আর সন্তান বড় হয়ে পিতার অবাধ্য হলে সর্বদা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর অর্থ এ নয় যে, স্ত্রী সন্তান জন্মদান পরিত্যাগ করতে হবে। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো এদের কারণে যেন হারামের সাথে জড়িয়ে না পড়ে সে ব্যাপারে সর্তক থাকতে হবে।

সম্পদের ফিতনার ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً ، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ"۔

"প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে। আর আমার উম্মতের জন্য ফিতনা হলো ধনসম্পদ।" (তিরমিযী ২৩৩৬; সহীহ্ আল-জামে ২১৪৮)

ধনসম্পদের প্রতি অত্যধিক লোভ দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, নেকড়ের ছাগপালের উপর আক্রমণের চাইতেও বেশী। এ অর্থেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীঃ

"مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ "۔ (رواه الترمذى ٢٣٧٦ وهو فى صحيح الجامع ٥٦٢٠)

"দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘ কোনো ছাগপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে যে ক্ষতি করে তার চেয়েও ক্ষতিকারক হলো কোনো ব্যক্তির ধনসম্পদের প্রতি এবং প্রতাপ-প্রতিপত্তির প্রতি অত্যধিক মোহ।" (তিরমিযী ২৩৭৬; সহীহ্ আল-জামে ৫৬২০)

এজন্যই নবী করীম (সা.) অল্প সম্পদে তুষ্ট থাকতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"-(رواه أحمد ٥/٢٩٠ وهو في صحيح الجامع ٢٣٨٦)

"তোমাদের জন্য সেই সম্পদ জমা করাই যথেষ্ট যার দ্বারা একটি খাদেম এবং আল্লাহ্‌র পথে যানবাহন ক্রয় করতে পারো।" (আহমাদ ৫/২৯০; সহীহ্‌ আল-জামে ২৩৮৬)

নবী করীম (সা.) অত্যধিক সম্পদ সংগ্রহকারীকে সতর্ক করে দিয়েছেন একমাত্র সাদকাকারী ব্যতীত। তিনি বলেন ঃ "অধিক সম্পদ গচ্ছিতকারীদের জন্য ধ্বংস, সে ব্যক্তি ব্যতীত যে তার সম্পদকে এভাবে এভাবে (৪ বার) খরচ করে। ডানে, বামে, সামনে এবং পশ্চাতে খরচ করে। (ইবনে মাজা নম্বর ৪১২৯; সহীহ্‌ আল-জামে ৭১৩৭) অর্থাৎ বিভিন্নভাবে দান খয়রাত করে।

৭। উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা বিলাস ঃ

মহান প্রভু বলেন ঃ

«ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ»-

"তাদেরকে আপনি ছেড়ে দিন তারা খাক, আনন্দ উপভোগ করুক এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখুক, তারা অচিরেই এর পরিণতি জানতে পারবে।" (সূরা আল-হিজর ঃ ৩)

হযরত আলী (রা.) বলেন, আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশী আশঙ্কা করছি প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং অধিক আশা-আকাঙ্খার। কেননা তা পরকালকে ভুলিয়ে দেয়। (ফতহুল বারী ১১/২৩৬)

জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত হয়েছে ঃ "চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের কারণ। স্থূল দৃষ্টিভঙ্গি, অন্তরের কাঠিন্যতা, বেশী আশা-আকাঙ্খা এবং দুনিয়ার প্রতি অধিক লালসা।" অধিক কামনা-বাসনা থেকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে ভাটা পড়ে, তাওবা করতে শিথিলতা এসে যায়, দুনিয়ার প্রতি প্রবল ঝোঁক ও পরকালের ব্যাপারে উদাসিনতার সৃষ্টি হয় এবং অন্তর কঠিন পাথরে পরিণত হয়। কেননা অন্তরের কোমলতা মৃত্যুর কথা স্মরণ, কবরের কথা, সওয়াব আজাবের কথা স্মরণ করিয়ে

দেয়। যেমনটি মহান আল্লাহ্ তাঁর এ বাণীতে উল্লেখ করেছেন ঃ

« فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ط وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ » ـ (الحديد : ١٦)

"তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে।" (সূরা আলহাদীদ ঃ ১৬)

এজন্য বলা হয়েছে, যার আশা-আকাঙ্ক্ষা কম থাকবে তার দুনিয়াবী চিন্তা-ভাবনাও কম হবে এবং তার অন্তর আলোকিত হবে। কেননা যখন সে মৃত্যুকে স্মরণ করবে তখন আল্লাহ্র আনুগত্যের জন্য প্রচেষ্টা করবে। (ফতহুল বারী ১১/২৩৭)

৮। **অন্তরের কাঠিন্যতা, বেশী খাওয়া, বেশী ঘুমানো, অত্যধিক রাত্রি জাগরণ এবং অনর্থক কথাবার্তা বলা ঃ** বেশী ভক্ষণ করলে অন্তর অনুভূতিহীন হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র আনুগত্যে শরীর ভারী মনে হয় এবং শয়তান মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশের সুযোগ পায়। যেমন বলা হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি বেশী ভক্ষণ করল, অত্যধিত পান করল অতঃপর অধিক ঘুম পাড়লো, সে বিরাট নেকী থেকে বঞ্চিত হলো"। সুতরাং অনর্থক কথাবার্তা এবং মানুষের সাথে পর্দাহীন মেলামেশা, মানুষের অন্তরকে কঠিন করে তুলে এবং অত্যধিক হাসি অন্তরকে মৃতপ্রায় করে তোলে। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

" لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ ـ

"তোমরা অত্যধিক হাসিও না। কেননা অত্যধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।" (ইবনে মাজা ৪১৯৩; সহীহ্ আল-জামে ৭৪৩৫)

তেমনিভাবে যদি সময়কে আল্লাহ্র আনুগত্যে ব্যবহার করা না হয় তাহলে অন্তরে কাঠিন্যতার সৃষ্টি হয় যার ফলে কুরআনের বাণী এবং ঈমানী উপদেশ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না।

ঈমানের দুর্বলতার অনেক কারণ রয়েছে যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আমি শুধু এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করেছি। বুদ্ধিমান মাত্রই এ থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করি। আল্লাহ্র নিকট দু'আ করি তিনি যেন আমাদের অন্তঃকরণকে পুতঃপবিত্র করেন এবং আমাদের আত্মার অনিষ্টতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্বল ঈমানের চিকিৎসা

ইমাম হাকেম তাঁর মুসতাদ্‌রাক গ্রন্থে এবং তবারানী তাঁর মু'জাম গ্রন্থে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ

"إِنَّ الايْمَانَ لَيَخْلَقُ فِىْ جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ ،
فَاسْئَلُوا اللّٰهَ أَنْ يُجَدِّدَ الايْمَانَ فِىْ قُلُوبِكُمْ -"

"নিশ্চয় তোমাদের পেটের মাঝে ঈমান জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে যেমন কাপড় জরাজীর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ কর যেন তিনি তোমাদের অন্তঃকরণে ঈমানকে নতুন করে দেন।" অর্থাৎ অন্তরের মাঝে ঈমান জরাজীর্ণ হয়ে যায় যেমন কাপড় পুরাতন হলে জরাজীর্ণ হয়ে যায়। মুমিনের অন্তরের উপর গুনাহের কারণে কালোদাগ পড়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে তাকে অন্ধকার করে ফেলে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সহীহ্ হাদীসে এ সম্পর্কে বলেনঃ "তোমাদের অন্তঃকরণের উপর চন্দ্রগ্রহণ-এর মতো কালো আবরনে ঢেকে ফেলে। যখন তার উপর এর ছায়া পড়ে তখন অন্ধকারে ঢেকে যায়। তা দূর হলে আবার আলোকিত হয়।" (হাকেম, মুসতাদ্‌রাক ১/৪; সিলসিলা সহীহা ১৫৮; হায়সামী তাঁর মাজমাউজ জাওয়ায়েদে বলেন ১/৪২ ঃ তবারানী তাঁর কবীর গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ হাসান)

চাঁদের উপরে অনেক সময় ছায়া পড়ে তার আলোকে ঢেকে ফেলে, কিছু সময় পর ছায়া অপসারিত হলে আবার চাঁদের আলো আকাশে ফিরে আসে। তেমনিভাবে মুমিনের অন্তঃকরণের উপর গুনাহের কালো ছায়া এসে অন্ধকার করে ফেলে এবং মানুষ তখন অন্ধকারে এবং হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এরপর যদি সে ঈমানের দিকে ধাবিত হয় এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য চায় তাহলে কালো পর্দা বিদূরিত হয়ে অন্তরে আবার আলো ফিরে আসে যেমনটি পূর্বে ছিল।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা বিশ্বাস হলো ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং ঈমান কমে যায়। তারা বলেন, ঈমান হলো মুখে স্বীকৃতি দেয়া, অন্তরে বিশ্বাস করা এবং কার্যে পরিণত করার নাম। এটি আনুগত্যের কারণে বৃদ্ধি পায় এবং

গুনাহের কারণে কমে যায়। কুরআন ও হাদীস এ কথা প্রমাণ করে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ »۔(الفتح : ٤)

"যেন তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বৃদ্ধি পায়।" (সূরা আল-ফাতহ্ ঃ ৪)

মহান প্রভু অন্যত্র বলেন ঃ

« أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهِ اِيْمَانًا »۔(التوبة : ١٢٤)

"তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করেছে।" (সূরা আত্‌তাওবা ঃ ১২৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الاِيْمَانَ"۔

(بخارى ، فتح البارى ١/٥١)

"তোমাদের কেউ যদি অন্যায় সংঘটিত হতে দেখে তাহলে যেন হাত দিয়ে পরিবর্তনের চেষ্টা করে। যদি সামর্থ্য না রাখে তাহলে মুখ দিয়ে বাধা দিবে। যদি মুখ দিয়ে বাধা দিতেও সক্ষম না হয়, তাহলে অন্তরে ঘৃণা করবে। আর এটি হলো দুর্বলতম ঈমান।" (বুখারী, ফতহুল বারী ঃ ১/৫১)

আনুগত্য ও গুনাহের প্রভাবে ঈমানের বেশী-কম হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষিত এবং সুবিদিত। যদি কোনো ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে সেখানে খারাপ কিছু দেখে লোকদের খেল-তামাশার কথা শুনে এরপর কবরস্থানে যায় এবং মৃতদের কথা চিন্তা করে তাহলে অন্তরে কোমলতা অনুভব করবে এবং এ দু'টি অবস্থার মাঝে বিস্তর ফারাক ও ব্যবধান অনুভব করবে। সুতরাং অন্তর দ্রুত পরিবর্তনশীল একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

এ বিষয়টি বোঝার জন্য কতিপয় সালফে সালেহীন বলেন, বান্দাহ্‌র বিজ্ঞ বান্দার দায়িত্ব হলো সে ঈমানের ব্যাপারে সচেতন থাকবে। কিসে তা ঘাটতি হয় তাকে জানতে হবে। তার ঈমান কি বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি কমছে? বান্দার বিচক্ষণতার

পরিচায়ক হলো যে, শয়তানের প্ররোচণা কিভাবে আসছে তা অবশ্যই জানবে।" (শারহে নূনীয়াতু ইবনুল কাইয়্যেম, ইবনে ঈসা ২/১৪০)

এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈমানের দুর্বলতায় যদি ওয়াজিব কাজ ত্যাগ করতে এবং হারাম কাজ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চরম বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। তার তাওবা করা ওয়াজিব এবং দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নিজেকে সৎকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। যেমনটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "তোমার কাজ হচ্ছে শক্তির কাজ; আর প্রত্যেক শক্তি সামর্থ্যের কাজে আবার রয়েছে দুর্বলতা ও শৈথিল্য। যে তার শক্তিকে আমার পন্থায় ব্যয় করবে সে মুক্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি তার শক্তি অন্যকাজে ব্যয় করবে সে ধ্বংস হবে।" (আহমাদ ২/২১০; সহীহুত্ তারগীব নম্বর ৫৫)

এ রোগের চিকিৎসার কথা আলোচনা করার পূর্বে একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমীচীন মনে করছি, আর তা হলো ঃ অনেকেই নিজের অন্তরের কাঠিন্যতা অনুভব করে বাহিরের চিকিৎসার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হন। কিন্তু তারা যদি নিজেদের চিকিৎসা নিজেরাই করতেন বা এর উদ্যোগ নিতেন সেটাই উত্তম হতো। কারণ এটিই হলো প্রকৃত চিকিৎসার পথ। ঈমান হলো বান্দা ও তার রবের মাঝে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। আমি নিম্নে কতিপয় শরিয়তী বিষয় উল্লেখ করছি যা দ্বারা একজন মুসলমান তার দুর্বল ঈমানের চিকিৎসা করতে পারবে, নিজের অন্তরের কাঠিন্যতা দূর করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহ্‌র উপর হবে পূর্ণ আস্থাশীল।

১। কুরআন মজীদ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা ঃ যে, কুরআনকে আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের বর্ণনাকারী এবং আলোক বর্তিকা হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন, যেন তার বান্দারা পথের দিশা লাভ করে।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এতে মহান ও কার্যকরী চিকিৎসা রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ»

(بنى اسرائيل : ٨٢)

"আমি কুরআনে এমন বিষয় নাজিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনদের জন্য রহমত।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮২)

চিকিৎসার পদ্ধতি হলো চিন্তা ও গবেষণা করা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতেন তিনি রাতে বেশী বেশী তেলাওয়াত করতেন। এমন কি এক রাতে তিনি একটি মাত্র আয়াতে কারীমা সকাল পর্যন্ত তেলাওয়াত করেছেন। এ আয়াতটি হলো ঃ

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ ج وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ـ (المائدة : ١١٨)

"আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারাতো আপনার বান্দাহ্। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন তাহলে আপনি হলেন পরাক্রমশালী বিজ্ঞানময়।" (সূরা আল-মায়েদা ঃ ১১৮)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। তিনি এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মরতবায় পৌছেছিলেন। ইবনে হিব্বান সহীহ্ সনদে আ'তা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি এবং উবাইদুল্লাহ ইবনে উমাইর হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট গেলাম। আবদুল্লাহ ইবনে উমাইর বলেন, আপনি আমাদের নিকট এক আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি রাসূলকে করতে দেখেছেন। তখন তিনি কেঁদে দিলেন এবং বললেন, এক রাতে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে আয়েশা! তুমি আমাকে আজ ছেড়ে দাও আমি আমার প্রভুর ইবাদত করি। তিনি বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার সঙ্গ ভালবাসি এবং আপনি যাতে খুশী হন তা পছন্দ করি। অতপর তিনি ওযু করলেন এবং নামাযে দাঁড়ালেন। নামাযে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তার কাপড় ভিজে গেল। এমন কি কাঁদতে কাঁদতে সামনের মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। ইত্যবসরে হযরত বেলাল এসে ফজরের আযান দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। যখন তিনি তাকে কাঁদতে দেখলেন, তখন বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন অথচ আল্লাহ্ আপনার পূর্বের এবং পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা

হব না! আজকে এ রাত্রিতে আমার উপর এক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তার জন্য ধ্বংস যে তা পাঠ করবে অথচ তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না।

«إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ ـ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُوْدًا وَعَلَى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ»

(آل عمران : ١٩٠-١٩١)

"নিশ্চয়ই আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি-দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

এই আয়াতগুলি গবেষণা করা কত জরুরী এ হাদীস তার বড় প্রমাণ।

কুরআন মজীদে রয়েছে তাওহীদ, ভালো কাজে পুরস্কারের ঘোষণা আর অন্যায়ের শাস্তির বিধান। বিভিন্ন ধরনের বিধি-বিধান। ঘটনা প্রবাহ ও চরিত্র মাধুর্য। যা মানুষের অন্তরে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তেমনিভাবে কিছু সূরা রয়েছে যা মানুষের অন্তরকে উদ্বেগাকুল করে তোলে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ কথাই তার প্রমাণ বহন করে। "সূরা হূদ এবং এ ধরনের সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই বৃদ্ধ করে ফেলেছে।" (সিলসিলা সহীহা, ১/১০৬)

অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে "সূরা হূদ, ওয়াকেয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসায়ালুন এবং এজাজশামসু কুব্বিরাত আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে।" কেননা, এতে যে বিষয়বস্তু রয়েছে এবং যে মহান দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে সে সব চিন্তা করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর চুল, দাড়ি পেকে যায়। "আপনি সুদৃঢ় হয়ে দাঁড়ান। যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং যারা আপনার সাথে তাওবা করছে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীরা কুরআন পড়তেন, কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং কুরআনের দ্বারা প্রভাবিত হতেন।

হযরত আবু বকর (রা.) একজন নরম দিলের মানুষ ছিলেন। তিনি যখন লোকদের নামায পড়াতে গিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম পাঠ করতেন তখন তিনি কান্না সংবরণ করতে পারতেন না। হযরত উমর (রা.) আল্লাহ্‌র এ আয়াত ঃ

«إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ - مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ» - (الطور ٧-٨)

"নিশ্চয়ই আপনার প্রভুর শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।"[১] পাঠ করার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭/৪০৬) নামাযের কাতারের পিছন থেকে তাঁর কান্নার শব্দ শুনা যায় যখন তিনি ইয়াকুব (আ.) এর এই কথা শুনতে পান। "নিশ্চয় আমি আমার অভিযোগ ও দুঃখের কথা আল্লাহ্‌র নিকট পেশ করছি।" (মানাকিবে উমর, ইবনে জাওযী ১৬৭)

হযরত উসমান (রা.) বলেন, "আমাদের অন্তর যদি পুতঃপবিত্র থাকে তাহলে আমরা আল্লাহ্‌র কালামে কখনও পরিতুষ্ট হব না।" তাকে অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়। তাঁর রক্ত কুরআন মাজীদে গিয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে সাহাবীদের অনেক ঘটনা রয়েছে। হযরত আউয়ুব (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, সাঈদ ইবনে যুবাইরকে এই আয়াতটি বিশ বারেরও অধিক পাঠ করতে শুনেছি একই নামাযের ভিতর ঃ

«وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ»

"ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।" এটি হচ্ছে কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত। আয়াতটির পূর্ণতা হলো ঃ

«ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ» -(البقرة : ٢٨١)

"অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার করা হবে না।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৮১)

হযরত ইব্রাহীম ইবনে বাশার বলেন, যে আয়াত পাঠ করতে গিয়ে হযরত আলী ইবনে ফুজাইল ইন্তিকাল করেন, তা হলো ঃ

«وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ» -

"আপনি যদি দেখতেন যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করা হবে, তখন তারা বলবে, হায়! যদি আমাদেরকে দুনিয়ায় আবার ফেরত পাঠান হতো।" (সূরা আল-আনআম ঃ ২৭)

এখানে এসে তিনি থমকে দাঁড়ান এবং মৃত্যুবরণ করেন। আমি তার জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। (সিয়ারু আলামিন্ নুবালা ৮/৪৪৬)

তিলাওয়াতে সিজদার ব্যাপারেও তাদের অনেক ঘটনা রয়েছে। তন্মধ্যে সেই ব্যক্তির ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যিনি আল্লাহ্‌র এ বাণী ঃ

«وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا »- (بنى اسرائيل : ١٠٩)

"তারা কাঁদতে কাঁদতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় ভাব আরো বৃদ্ধি পায়।" পাঠ করার পর তিলাওয়াতে সিজদা করেন, অতপর নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলেন, "এতো সিজদা করলাম কিন্তু কান্না কোথায়?" কুরআনের চিন্তা-ভাবনা করার সর্বোত্তম বিষয় হলো কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করে তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে ।এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের জন্য উদাহরণ পেশ করে থাকেন যেন তারা তাকে স্মরণ করে।" তিনি আরো বলেন "আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্য এজন্যই পেশ করি যে, তারা যেন চিন্তা-ভাবনা করে।"

একবার এক সালফে সালেহীন কুরআনের একটি উদাহরণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। কিন্তু সেটি তাঁর নিকট স্পষ্ট হচ্ছিল না। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

«وَتِلْكَ الأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ج وَمَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ »- (العنكبوت : ٤٣)

"এসকল উদাহরণ আমি মানুষের জন্য পেশ করি কিন্তু জ্ঞানীরাই তা বুঝে।" (সূরা আল-আনকাবুত ঃ ৪৩) আমি এই উদাহরণটি বুঝতে পারছি না, সুতরাং আমি আলেম নই। আমার নিকট থেকে ইলম চলে যাবার জন্য কাঁদছি।"

মহান প্রভু কুরআন শরীফে আমাদের জন্য অনেক উদারহণ পেশ করেছেন। যেমন 'ঐ ব্যক্তির উদারহণ যে আগুন জ্বালিয়েছে', 'ঐ ব্যক্তির উদারহণ যে

চিৎকার করছে যা শুনেনা', 'ঐ শষ্য-দানার উদারহণ যা সাতটি শীষ বের করেছে', 'ঐ কুকুরের উদাহরণ যা ঘেউঘেউ করছে', ঐ গাধার উদাহরণ যা বইপত্র বহন করছে', 'মাছির উদাহরণ', 'মাকড়সার উদাহরণ', 'বধির, মুখ, চক্ষুষমান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন মানুষের উদাহরণ, 'বালুকণার উদারহণ যাকে ঝড়ে উড়িয়ে নিচ্ছে', 'উত্তম বৃক্ষ', 'খারাপ বৃক্ষ', 'আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণের', 'চেরাগদানির মাঝে চেরাগের উদাহরণ', 'সেই গোলামের উদাহরণ যে কোনই ক্ষমতা রাখে না', সেই ব্যক্তির উদাহরণ যার সাথে অনেক শরিকদার রয়েছে' এধরনের অনেক উদাহরণ পেশ করা হয়েছে যেন এসব নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করা হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) কুরআন দ্বারা কঠিন অন্তরের কিভাবে চিকিৎসা করতে হবে তা অতি সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন এভাবে ঃ এটির দু'টি মাত্র পথ রয়েছে- এক, আপনার অন্তরকে দুনিয়া থেকে স্থানান্তর করে আখেরাতের দেশে নিয়ে যাবেন। দুই, অতঃপর কুরআনের অর্থ বুঝবেন এবং কেন এ আয়াত নাজিল হয়েছে সেটা বুঝার চেষ্টা করবেন এবং প্রত্যেক আয়াত হতে আপনার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে তা আপনার অন্তরে ব্যাধির উপর প্রয়োগ করুন। তা যদি আপনার অসুস্থ অন্তরের উপর প্রয়োগ করেন তাহলে আল্লাহ্র ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করবেন।

২। **মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্র বড়ত্ব অনুভব করা ঃ** তাঁর নাম ও গুণাবলী জানা এবং এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা, এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং এই অনুভূতি অন্তর থেকে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ অন্তঃকরণ হলো রাজা, আর অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ হলো তার সৈন্য-সামন্ত। অন্তর যদি ভালো থাকে তাহলে সব ভালো আর তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ্র বড়ত্বের ব্যাপারে অনেক দলিল ও প্রমাণ রয়েছে। যদি কোনো মুসলমান তা গভীর দৃষ্টিতে দেখে তাহলে তার অন্তঃকরণ কেঁপে উঠবে এবং তার সত্ত্বা মহান প্রভুর সামনে অবনত হবে, তাঁর প্রতি বিনয়ী ভাব আরো বৃদ্ধি পাবে।

তাঁর কয়েকটি নাম ও গুণাবলী এখানে উল্লেখ করছি। যেমন, তিনি মহান পরাক্রমশালী, অহংকারী, বান্দাহ্দের উপর প্রতাপশালী, বিদ্যুৎ এবং ফেরেশতাকূল তাঁর ভয়ে তাসবীহ্ পাঠ করছে, তিনি মহাপরাক্রান্ত প্রতিশোধ গ্রহণকারী, তিনি সর্বদা জাগ্রত কখনও ঘুমান না, তাঁর জ্ঞান সর্বত্র ব্যপ্ত। তিনি চক্ষুর খিয়ানত করা এবং অন্তঃকরণে কি লুকান আছে সবই জানেন। তিনি তাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতির কথা এভাবে বলেছেন ঃ

«وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ج وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ج وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمٰتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَابٍ مُّبِيْنٍ».(الانعام : ٥٩)

"তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। তিনি ব্যতীত এবিষয়ে কেউ কিছু জানে না। স্থল ও জলে যা আছে তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরলেও তিনি তা জানেন। তাঁর দৃষ্টিকে এড়িয়ে কোন শষ্যকণা মাটির অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোনো আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে।" (সূরা আল-আনআম ঃ ৫৯) তিনি তাঁর নিজের বড়ত্বের কথা জানিয়েছেন তাঁর এ বাণীতেঃ

«وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ».(الزمر : ٦٧)

"তারা আল্লাহ্কে যথার্থরূপে বোঝেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে।" (সূরা আয্যুমার ঃ ৬৭) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নিবেন এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। অতপর তিনি বলবেনঃ আমিই বাদশাহ্। আজ দুনিয়ার বাদশাহ্রা কোথায়?" (বুখারী হাদীস নম্বর ৬৯৪৭)

কেহ যদি হযরত মূসা (আ.) এর ঘটনা গভীর দৃষ্টিতে দেখে তাহলে তার অন্তর

কেঁপে উঠবে, যখন তিনি বলেছিলেন (হে প্রভু! আপনি আমাকে দেখা দিন, আমি আপনাকে দেখব) তখন আল্লাহ্ বলেন ঃ (তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক, সেটি যদি যথাস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তার পরওয়ারদিগার পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।)

নবী করীম (সা.) যখন এ আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় হাত দ্বারা ইশারা করে বলেন, আল্লাহ্র রয়েছে নূরের পর্দা। যদি তিনি তা খুলে ফেলেন তাহলে তাঁর চেহারার আলো যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর পর্যন্ত যা সৃষ্টি রয়েছে সবই পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।" (মুসলিম, হাদীস নম্বর ১৯৭)

আল্লাহ তা'আলার বড়ত্বের কথা বর্ণনা করে রাসূল (সা.) বলেন ঃ "যখন আল্লাহ্ আসমানে কোন নির্দেশ জারি করেন তখন ফেরেশতাকূল আল্লাহ্র ভয়ে বিনয়ী হয়ে পাখা নাড়তে থাকে যেন তারা লোহার শিকলের পাথরে বাঁধা রয়েছেন, যখন তাদের অন্তঃকরণ থেকে ভয় বিদুরিত হয় তখন তারা বলে আপনাদের প্রভু কি বলেছেন, তারা বলে তিনি অবশ্যই সত্য বলেছেন। তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান।" (বুখারী, হাদীস নম্বর ৭০৪৩)

এ ব্যাপারে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। এখানে এ সবের কতিপয় উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো যে, এ সব চিন্তা-গবেষণা করে যেন ঈমানের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মহান প্রভুর বড়ত্বের কথা এভাবে তুলে ধরেছেন, 'তিনি সব রাজত্বের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন এবং নিষেধ করছেন এবং রিযিক দিচ্ছেন, মৃত্যু দিচ্ছেন এবং জীবিত করছেন। মর্যাদা দিচ্ছেন এবং অপমানিত করছেন, দিন রাত্রির আবর্তন ঘটাচ্ছেন মানুষের মাঝে (সুখ-দুঃখের) দিন ঘুরাচ্ছেন। রাজ্য সমূহ পরিবর্তিত করছেন ফলে কোন্ রাষ্ট্র রাখছেন আবার কোনটাকে ধ্বংস করে আরেকটি গড়ছেন। তাঁর নির্দেশ

আকাশে-বাতাসে সমুদ্রে সর্বত্র বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি সব কিছুকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। তাঁর শ্রবণশক্তি সকল কণ্ঠকে ব্যপ্ত করে রেখেছে, তাঁর নিকটে এক কণ্ঠস্বর অন্য কণ্ঠস্বরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঠেকে না, বরং সব ভাষায় সব কথাই তিনি একসাথে শুনতে পাচ্ছেন। তাঁকে অধিক প্রার্থনা ও যাঞ্চা ভ্রান্তিতে ফেলতে পারে না এবং আকুতি মিনতিকারীদের কাতরকণ্ঠ তাকে বিরক্ত করতে পারে না। তাঁর দৃষ্টিশক্তি সব কিছুই অবলোকন করছে এমনকি কালোপাথরের উপর দিয়ে অন্ধকারে কাল পিপিলিকার দল গেলেও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। সুতরাং অদৃশ্য তাঁর নিকট প্রকাশ্য এবং গোপনীয় বিষয় তাঁর নিকট স্পষ্ট (আসমানসমূহে এবং জমিনে যারা রয়েছে তারা তাঁর নিকট প্রার্থনা যাঞ্চা করছে, তিনি প্রতিদিনই এসব...) তিনি গুনাহ মাফ করছেন, বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করছেন, দুঃখীকে মুক্ত করছেন, রিক্ত হস্তকে দান করছেন, পথভ্রষ্টকে পথের দিশা দিচ্ছেন, কিংকর্তব্য বিমুঢ়কে চেতনা দিচ্ছেন, ক্ষুধার্থকে খাবার দিচ্ছেন, উলঙ্গকে বস্ত্র দান করছেন, পীড়িতকে আরোগ্য দান করছেন, তাওবাকারীর তাওবা কবুল করছেন, সৎকাজকারী ক প্রতিদান দিচ্ছেন এবং মজলুমকে সাহায্য করছেন অত্যাচারীকে পদানত করছেন। সম্মানীর সম্মান রক্ষা করছেন এবং আশ্রয়হীনকে নিরাপত্তা দান করছেন। তিনি বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির উত্থান ঘটাচ্ছেন আবার কিছু কিছু জাতিকে ধ্বংসে করছেন... যদি আকাশ ও জমিনের পূর্বের ও পরের মানুষ এবং জ্বিন সকলেই যদি তাঁর অনু"ত বান্দাহ্ হয়ে যায় তাহলে তাঁর রাজত্ব সামান্যতম বৃদ্ধি পাবে না। আর যদি পূর্বের এবং পরের সমস্ত মানব ও দানব তাঁর অবাধ্য হয়ে যায় তাহলেও তাঁর রাজত্বে সামান্যতম ঘাটতি হবে না। দুনিয়া ও আকাশের সমস্ত মানুষ ও জিন জীবিত এবং মৃত সকলেই যদি কোথাও একত্রিত হয়ে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে এবং তিনি প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বস্তু দান করেন তাহলে তার ভাণ্ডার থেকে সামান্যতম জিনিসও কমবে না। তিনিই প্রথম, যার পূর্বে আর কেউ নেই এবং তিনিই সর্বশেষ তাঁর পিছনে আর কেউ নেই। তিনিই প্রকাশ্য যার উপরে আর কেহ নেই এবং তিনিই অপ্রকাশ্য যার পিছনে আর কেউ নেই। তিনিই বরকতময়, যার ভাণ্ডার হতে কোনো কিছু ঘাটতি হবে না। যার

কোনো শরীক নেই, নেই কোনো প্রতিপক্ষ, যিনি কারো মুখপেক্ষী নন, সৃষ্টিকূলে যার কোনো তুলনা হয় না। সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র তাঁর রাজত্ব ব্যতীত। তার অনুমতি ব্যতীত কারো আনুগত্য নেই। কেউ তার জ্ঞানের বাহিরে অন্যায় করতে পারে না। কেউ আনুগত্য করলে খুশী হন, পাপ করলে ক্ষমা করে দেন। তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ হলো ইনসাফ স্বরূপ। তাঁর প্রতিটি নিয়ামত রহমত স্বরূপ। তিনি সবার হিফাজতকারী, যা ইচ্ছা তাই করেন। {তিনি কোনো কিছু ইচ্ছা করলে বলেন, হয়ে যাও, তখনই তা হয়ে যায়।} [ইয়াসীন ঃ ৮২] (আল-ওয়াবেলুস্ সায়ব, পৃ. ১২৫)

৩। শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করা ঃ

শরীয়তের সেই জ্ঞান অর্জন করা জরুরী যা মানুষের খোদাভীতি এবং ঈমান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاؤُ»۔(فاطر : ٢٨)

"আল্লাহ্র বান্দাহ্দের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।" (সূরা ফাতির ঃ ২৮)

ঈমানের ক্ষেত্রে যারা জানে আর যারা জানে না একই মর্যাদার হতে পারে না। কিভাবে তারা একই মর্যাদার হতে পারে, যে শরিয়তের বিস্তারিত জ্ঞানের অধিকারী, শাহাদাতঈনের অর্থ এবং এর দাবী জানে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের কথা শাস্তি বা নিয়ামতের কথা, আর যে এসব সম্পর্কে অজ্ঞ সে কি একই মর্যাদার অধিকারী হতে পারে?

«قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ»۔

"বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি একই মর্যাদার অধিকারী হতে পারে?" (সূরা আয্যুমার ঃ ১২)

৪। নিয়মিত ইসলামী আলোচনা সভায় উপস্থিত হওয়া এবং আল্লাহ্ স্মরণকারী দু'আ-দরুদ শিক্ষা করা। কারণ, এসব সভাকে আল্লাহ্র ফিরিশতা ডানা দিয়ে ঢেকে দেন এবং আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হতে থাকে। ফিরিশতারা তাদের জন্য দু'আ করতে থাকেন। সহীহ্ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ -

(مسلم ، رقم ٢٧٠٠)

"কোনো সম্প্রদায় যদি কোথাও বসে আল্লাহ্‌র যিকির বা স্মরণ করে ফিরিশতারা তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং তাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করা হয় এবং আল্লাহ্ তাদের কথা তাঁর নিকটবর্তী ফিরিশতাদের নিকট উল্লেখ করেন।" (মুসলিম, হাদীস নম্বর ২৭০০)

হযরত সাহল ইবনে হানজালা (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন "কোনো সম্প্রদায় যদি একত্রিত হয়ে আল্লাহ্‌র স্মরণ করে অতঃপর যখন তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় তখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা যাও তোমাদের ক্ষমা করা হলো।" (সহীহ্ আল-জামে ৪৫০৭)

ইবনে হাজার (রহঃ) বলেন, এখানে আল্লাহ্‌র স্মরণ বলতে কোনো কাজের প্রতি সর্বদা লেগে থাকা বুঝায়। যেমন কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস পাঠ, ইসলামী জ্ঞান চর্চা। (ফতহুল বারী ১১/২০৯)

ইসলামী আলোচন সভা, জিকিরের মজলিস, মুসলিম শরীফের বর্ণিত হানজালা আল উসায়দীর হাদীস হতে বুঝা যায়। তিনি বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে পথে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে হানজালা! আপনি কেমন আছেন? আমি বললাম, হানজালা মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেন সুবহানাল্লাহ্! আপনি একি বলছেন? আমি বললাম, যখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থাকি তখন তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলেন তখন মনে হয় যেন আমরা তা চাক্ষুস দেখছি। এরপর যখন আমরা রাসূল (সা.)-এর মজলিস হতে বের হই, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী এবং ঘর সংসারে এসে এসবের বেশীর ভাগই ভুলে যায়। আবু বকর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমারও তো এ রকমই হয়। এরপর আমি এবং আবু বকর (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গিয়ে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন ঃ কি ব্যাপার? বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা আপনার নিকট

থাকলে আপনি জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলেন, আর মনে হয় যেন আমরা তা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছি। এরপর যখন আপনার নিকট থেকে ঘর সংসারে বিবি-বাচ্চাদের নিকট যাই তখন এ সবের বেশীর ভাগই ভুলে যাই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন নিবদ্ধ। তোমরা যদি আমার এখানে যে অবস্থায় থাক তা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হতে তাহলে, ফেরেশতারা তোমাদের বিছানায়, তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করতো। কিন্তু হে হানজালা! এটি এক সময় আর ওটা আরেক সময় (তিনবার)।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নম্বর ২৭৫০)

সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আলোচনা সভা ও যিকির আযকারে বসার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা একে ঈমানী মজলিস বলতেন। হযরত মুয়াজ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমাদের সাথে একটু বস, আমরা কিছুক্ষণ ঈমান আনি।" (আরবাউ মাসাইল ফিল ঈমান, সম. আলবানী পৃ. ৭২)

৫। **বেশী বেশী নেক আমল করা** এবং এর দ্বারা সময়কে ভরিয়ে ফেলা। এটি চিকিৎসার একটি মোক্ষম দাওয়া এবং ঈমানের উপর এর প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট। এক্ষেত্রে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। রাসূল (সা.) একদিন তাঁর সাহাবীদের প্রশ্ন করলেনঃ আজকে তোমাদের মাঝে কে রোযা রেখেছে? আবু বকর বললেন, আমি। তিনি বললেন ঃ আজকে তোমাদের মাঝে কে জানাযায় শরিক হয়েছে? আবু বকর বললেন, আমি। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের মাঝে আজকে কে মিসকিনকে খানা খাওয়ায়েছে? আবু বকর বললেন, আমি। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাদের মাঝে কে আজকে পীড়িতের সেবা করেছে? আবু বকর বললেন, আমি। তখন রাসূল (সা.) বললেনঃ কোন মানুষের মাঝে এসব কাজ একত্রিত হলে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম, কিতাব ফাজায়েলুস সাহাবা, অধ্যায় নং ১, হাদীস নম্বর ১২)

এ ঘটনাই বুঝা যায় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সময়কে কাজে লাগাতেন। নবী করীম (সা.) থেকে যখন হঠাৎ বিভিন্ন ধরনের ইবাদতের প্রশ্ন আসছিল তখন দেখা গেলো হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন আনুগত্যে পরিপূর্ণ।

তিনি সব ধরনের নেকীর সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছেন। আমাদের সালফে সালেহীনের অনেকের জীবনেই এ ধরনের আমল লক্ষ্য করা গেছে। হাম্মাদ ইবনে সালামা (রহ.) এর ব্যাপারে ইমাম আবদুর রহমান বিন মাহদী বলেন, যদি হাম্মাদকে বলা হয়, আপনি আগামী কাল মৃত্যুবরণ করবেন, তা হলেও তার কোন আমল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন পড়বে না। (সিয়ারু আ'লামুন নুবালা ৭/৪৪৭)

নেক আমলে করতে গিয়ে একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

– নেকীর কাজে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ»۔ (آل عمران : ١٣٣)

"তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে দ্রুত এগিয়ে এসো এবং জান্নাতের পানে যার প্রশস্ততা হলো আসমান-জমীনের প্রশস্ততার মতো।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৩)

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ

«سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ»۔ (الحديد : ٢١)

"তোমরা প্রতিযোগিতা করে এগিয়ে যাও তোমাদের প্রভুর ক্ষমা এবং জান্নাতের পানে যার প্রশস্ততা হলো আসমান-জমীনের প্রশস্ততার মতো।" (সূরা আল-হাদীদ ঃ ২১)

এসব আয়াতের কারণে সাহাবাগণ নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্রুত এগিয়ে আসতেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) সহীহ্ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) থেকে বদরের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, যখন মুশরিকরা আমাদের নিকটবর্তী হলো তখন রাসূল (সা.) বললেনঃ তোমরা জান্নাতের পানে ছুটে যাও যার প্রশস্ততা হলো আসমানসমূহ এবং জমীনের সমান। তখন উমাইর ইবনে হুমা আনসারী (রা.) বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! জান্নাতের প্রশস্ততা আসমানসমূহ এবং জমীনের সমান ? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। সে বলল, থামুন! থামুন!! তখন রাসূল (সা.) বললেনঃ কেন তুমি থামুন থামুন বললে ? সে বলল আল্লাহ্র শপথ

হে রাসূল আমি এজন্যই বলেছি যে, আমি যেন এর অধিকারী হই। তিনি বললেনঃ নিশ্চয়ই তুমি এর অধিকারী হবে। অতঃপর সে তার থলে থেকে খেজুর বের করে খেতে লাগলো। তারপর বলল, আমি যদি এই খেজুরগুলি খাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহলে জীবন অনেক লম্বা হলো। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে খেজুরগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। অতঃপর সে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং শাহাদাৎ বরণ করলো।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০১)

এর পূর্বেও হযরত মূসা (আ.) আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাতের জন্য দ্রুত ছুটে যান এবং বলেন, (এবং আমি আপনার নিকট হে প্রভু দ্রুত ছুটে এসেছি যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।") মহান আল্লাহ্ হযরত যাকারিয়া (আঃ) ও তার পরিবারের প্রশংসা করে বলেন, (নিশ্চয়ই তারা ভাল কাজে দ্রুত ছুটে যেত এবং আমাদেরকে আহবান করতো ভয়ভীতি ও আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আর তারা ছিল আমাদের জন্য অধিক অনুগত।")

নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "সব কাজই ধীরে সুস্থে কর, কিন্তু পরকালের কাজ নয়।" (আবু দাউদ ৫/১৫৭; সহীহ্ আল-জামে ৩০০৯)

– একাজ অব্যাহত রাখতে হবে। নবী করীম (সা.) হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমার বান্দাহ্ আমার নিকটবর্তী হতে থাকে নফল ইবাদতের মাধ্যমে, এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে থাকি।" (সহীহ বুখারী-৬১৩৭)

নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ "তোমরা হজ্বের পর উমরাহ্ কর।" (তিরমিযী, হাদীস নম্বর ৮১০; সিলসিলা সহীহা ১২০০)

নেকীর কাজ একটির পর আরেকটি অব্যাহত করে যেতে হবে। সামান্য আমলকেও তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। নবী করীম (সাঃ)-কে কোন আমল আল্লাহ্র নিকট উত্তম? জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ যেটা নিয়মিত করা হয়ে থাকে যদিও তা তুচ্ছ হয়। (বুখারী, ফতহুল বারী-১১/১৯৪)

নবী করীম (সা.) কোনো কাজ করলে সে কাজটি সুষ্ঠভাবে সমাধা করতেন। (মুসলিম, অধ্যায় ঃ মুসাফিরের নামায, পরিচ্ছেদ ১৮, হাদীস ১৪১)

- একাজে আপ্রাণ চেষ্টা করাঃ অন্তর কাঠিন্যতার চিকিৎসা সাময়িকভাবে করলে

তা কিছু দিন পরে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এজন্য সদা-সর্বদা বিভিন্ন রকমের ইবাদত অব্যাহত রাখতে হবে। মহান আল্লাহ্ তাঁর কিতাবে তাঁর প্রিয় বান্দাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টার উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

«إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ - تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ» - (السجدة : ١٥-١٦)

"নিশ্চয় তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে যারা যখন তাঁর রবের কথা স্মরণ করে তখন সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের প্রভুর গুণকীর্তন করে। আর তারা কখনও ঔদ্ধত্য প্রদর্শণ করে না। তারা রাত্রি বেলায় বিছানা থেকে পার্শ্ব ত্যাগ করে তাদের মহান প্রভুকে ভয়-ভীতি ও আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ডাকতে থাকে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে দান করে।" (সূরা আস্সিজদা ঃ ১৫-১৬)

তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেন ঃ

«كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ - وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» - (الذاريات : ١٧-١٩)

"তারা রাত্রি বেলায় খুব সামান্য ঘুমায়, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক ছিল।" (সূরা আয্যারিয়াত ঃ ১৭-১৯)

সালফে সালেহীনের ইবাদতের কথা এবং তাদের আমলের কথা আলোচনা করতে গেলে সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। তারা অনেকেই সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করতেন। রাত্রি জেগে জেগে তাহাজ্জুদ পড়তেন, এমনকি যুদ্ধের রাতেও রাত্রি জেগে জেগে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তাহাজ্জুদ নামায

পড়তেন। জেলখানায় বন্দী থেকেও এমনকি পায়ে শিকল বাঁধা থাকলেও রাত্রি জেগে জেগে তাহাজ্জুদ পড়তেন। তাদের গণ্ডদেশ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ত। তারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতেন। তারা অনেকেই নিজের স্ত্রীকে ফাঁকি দিতেন, যেমন ছোট বাচ্চা তার মাকে ফাঁকি দেয়। যখন দেখতেন যে, তার স্ত্রী ঘুমিয়ে গেছে তখন বিছানা থেকে উঠে গিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে পড়তেন। তারা রাত্রিকে ভাগ করে নিতেন নিজের আত্মার জন্য এবং পরিবারের জন্য। আর দিনের বেলায় নামাযের জন্য, ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য। যানাজার অনুসরণ, পীড়িতের সেবা-শুশ্রূষা এবং লোকদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য সময় ব্যয় করতেন। তাঁদের অনেকেই বছরের পর বছর ধরে জামায়াতে তাকবীরে তাহরীমায় উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের তাকবীরে তাহরীমা কখনও ছুটে যেত না। তাঁদের অন্তঃকরণ সর্বদা মসজিদের সাথে লটকানো থাকতো। নামায পড়ে আসার পর আবার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতেন। অনেকেই তাঁর মৃত দ্বীনি ভাইয়ের পরিবারের জন্য বছরের পর বছর খরচ চালিয়ে যেতেন। যার এমন অবস্থা হবে তার ঈমান অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে।

– আত্মাকে বীতশ্রদ্ধ না করে তোলা ঃ সবর্দা ইবাদত করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এর ফলে মন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে বা ইবাদতে যেন অনীহা না এসে পড়ে। বরং এর উদ্দেশ্য হলো জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। এব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস পাওয়া যায় যা ভারসাম্যপূর্ণ ইবাদত ও মুয়ামালাত করার কথা বুঝায়। যেমন উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় রাসূলের এ বাণী ঃ

"إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا..."۔(صحيح البخارى ٣٩)

"নিশ্চয় দ্বীন হলো সহজ। কেউ দ্বীনকে নিয়ে কঠোরতা বা বাড়াবাড়ি করলে অবশ্যই সে পরাভূত হবে। সুতরাং তোমরা যথাসম্ভব কাজ কর এবং নিকটবর্তী হও।" (বুখারী, হাদীস নম্বর ৩৯)

অপর বর্ণনায় এসেছে "সদিচ্ছা হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, তোমরা সদিচ্ছার সাথে ইবাদতে এগিয়ে এস।" ইমাম বুখারী (রহ.) তার 'ইবাদতে বাড়াবাড়ি করা

মাকরূহ' অধ্যায়ে বলেন, হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সা.) একবার মসজিদে প্রবেশ করে দুই থামের মাঝে একটা লম্বা দড়ি টাঙান দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ এটা কিসের রশি? তারা বললেন এটা জয়নবের রশি, যখন তিনি ক্লান্তি বোধ করেন তখন এটার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ান। নবী করীম (সা.) বললেন ঃ এটা খুলে ফেলো। তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়বে যতক্ষণ কর্ম চাঞ্চল্যতা থাকে। ক্লান্তি আসলে বসে পড়বে।" (বুখারী, হাদীস নম্বর ১০৯৯)

যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ'স (রা.) সারারাত ধরে নফল ইবাদত করে রাত্রি জাগরণ করে এবং দিনে লাগাতার নফল রোযা রাখে। তিনি তাকে নিষেধ করলেন এবং এর কারণ বর্ণনা করে বললেন ঃ তুমি যদি এভাবে করতে থাক তাহলে তোমার চোখ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমার আত্মা বীতশ্রদ্ধ ও ক্লান্ত হয়ে পড়বে। রাসূল (সা.) বলেন সেটুকুই আমল কর যা করার তুমি সামর্থ্য রাখো। নিশ্চয় মহান আল্লাহ্ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়। আর নিশ্চয় সবচেয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রিয় আমল হলো যা সর্বদা করা হয়ে থাকে, যদিও তা পরিমাণে সামান্য হয়ে থাকে।" (বুখারী, ফতহুল বারী ৩/৩৮)

পূর্বে যা ছুটে গেছে তা পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা। হযরত উমর (রা.) বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি তার নিয়মিত কুরআন পাঠ করে, কিন্তু যদি কোন দিন না পড়ে ঘুমিয়ে যায় অতঃপর ফজর এবং যোহরের নামাজের মধ্যেবর্তী সময়ের মাঝে তা পাঠ করে তাহলে তার আমলনামায় লিখা হবে যেন সে তা রাতে পাঠ করেছে।" (নাসাঈ ও অন্যান্যরা, আল-মুজতবা ২/৬৮; সহীহ্ আল-জামে ১২২৮)

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো নামায পড়লে তা অব্যাহতভাবে আদায় করতেন। যদি রাতের তাহাজ্জুদ নামায কোনো কারণে ছুটে যেত হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বা মাথা ব্যথা ছিল, তাহলে দিনে বার রাকয়াত নামায আদায় করে নিতেন। (আহমাদ, ৬/৯৫)

অপর বর্ণনায় এসেছে রাতে যদি ঘুমিয়ে পড়তেন অথবা অসুস্থ থাকতেন তাহলে

দিনের বেলায় বার রাকয়াত নামায পড়ে নিতেন। (মুসলিম, ১/৫১৫)

যখন হযরত উম্মে সালমা (রা.) রাসূল (সা.) কে আসরের পর দুই রাকয়াত নামায পড়তে দেখেন, তখন প্রশ্ন করেন এটা কিসের নামায? তার জবাবে রাসূল (সা.) বলেন ঃ "হে আবু উমাইয়ার কন্যা! তুমি আসরের পর এ দু'রাকয়াত নামায সম্পর্কে জানতে চেয়েছো। আমার নিকট আবদুল কায়েস গোত্রের কিছু লোক এসেছিল। তাদের সাথে ব্যস্ততার কারণে যোহরের পরে দু'রাকয়াত সুন্নাত নামায পড়তে পারিনি। এ দু'রাকয়াত হলো সেই দু'রাকয়াত নামায।" (বুখারী, ফতহুল বারী ৩/১০৫)

তিনি যোহরের পূর্বের চার রাকয়াত নামায না পড়তে পারলে তা পরে পড়ে নিতেন। (তিরমিযী, হাদীস নম্বর ৪২৬)

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সুন্নাত ও নফল ছুটে গেলে পরে তা আদায় করে নেয়া যাবে।

– আমল কবুল হবার আশা রাখতে হবে সাথে সাথে এ ভয়ও থাকতে হবে যে, আমল কবুল নাও হতে পারে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলামঃ

«وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا اٰتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ» ـ (المؤمنون : ٦٠)

"যারা যা কিছু দিয়ে থাকে এবং তাদের অন্তর ভীত থাকে।" বললাম যারা মদপান করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন ঃ না। হে সিদ্দীকের কন্যা! কিন্তু তারা হলো যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে, সাদ্কা করে এবং তারা আশঙ্কা করে যে, তাদের আমল হয়ত কবুল হবে না। এরা ভালো কাজে দ্রুত এগিয়ে আসে। (তিরমিযী ৩১৭৫; সিলসিলা সহীহা খ. ১, নম্বর ১৬২)

হযরত আবু দারদা বলেন, যদি আমি নিশ্চিত হতে পারি যে, আল্লাহ তা'আলা আমার এক রাকয়াত নামায কবুল করেছেন, তাহলে তা আমার জন্য এ দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু রয়েছে তার চেয়েও উত্তম হবে। কেননা মহান আল্লাহ্ বলেছেনঃ "নিশ্চয় আল্লাহ কবুল করবেন মুত্তাকীদের নিকট হতে।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৬৭)

মুমিনের গুণাবলীর অন্যতম হলো যে, সে আল্লাহ্‌র পালনীয় কর্তব্যের সামনে নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে। নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "কোন ব্যক্তি যদি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের মুখমণ্ডলকে ধূলায় লুণ্ঠিত রাখে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য তাহলে কিয়ামতের দিন এটাকে সে তুচ্ছজ্ঞান করবে।" (আহমদ ৪/১৮৫; সহীহ্ আল-জামে ৫২৪৯)

যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌কে চিনতে পেরেছে এবং নিজের কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পেরেছে সে বুঝতে পারবে যে, তার যা পুঁজি রয়েছে তা দ্বারা পরিত্রাণ পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই। কেবলমাত্র তিনি যদি বিশেষ দয়া ও রহমত করেন তবেই মুক্তি লাভের আশা করা যায়।

৬। **বিভিন্ন ধরনের ইবাদতে আত্মনিয়োগ ঃ** মহান আল্লাহ্‌র অনুগহ যে, তিনি তার বান্দাহ্‌দের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইবাদত করার সুযোগ রেখেছেন। এরমাঝে কিছু ইবাদরত রয়েছে শারীরিক, যেমন নামায, আবার কিছু রয়েছে আর্থিক যেমন যাকাত, সদকা, আবার কিছু রয়েছে উভয়টির সংমিশ্রণে যেমন হজ্ব ও উমরাহ। কিছু রয়েছে জিহবার যেমন যিকির, দু'আ। একই ইবাদত আবার ভাগ হয়েছে ফরজ, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি ভাগে। সুন্নাত নামায কিছু রয়েছে বার রাকয়াত, আবার কিছু রয়েছে চার রাকয়াত ইত্যাদি। মানুষের প্রবৃত্তিও বিভিন্ন রকমের রয়েছে। কেউ কিছু আমল করতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আবার অনেকেই বিভিন্ন ধরনের আমল করে আনন্দ পায়। মহান আল্লাহ্ জান্নাতে বিভিন্ন ইবাদতের জন্য বিভিন্ন গেইট তৈরি করে রেখেছেন যেন তার বান্দাহ্‌রা সেগুলো দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ

"مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ نُوْدِىَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلٰوةِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الصَّلٰوةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِىَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِىَ مِنْ بَابِ

الصَّدَقَةِ"- (رواه البخاري ١٧٩٨)

"যে ব্যক্তি জোড়া জোড়া আল্লাহ্র পথে দান করলো, জান্নাতের দরজা থেকে ডাকা হবে, হে আল্লাহ্র বান্দাহ্! এটা খুবই উত্তম। তোমাদের মাঝে যে নামাযী, সে নামাযের ফটক দিয়ে প্রবেশ কর। হে জিহাদকারী! জিহাদের তোরণ দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। হে রোযাদার! রাইয়ান গেট দিয়ে প্রবেশ কর। হে দানকারী! সাদকার দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।" (বুখারী, হাদীস নম্বর ১৭৯৮)

এর উদ্দেশ্য হলো বেশী বেশী নফল ইবাদত কর। আর ফরজতো অবশ্যই আদায় করতে হবে। নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "পিতা হলো জান্নাতের মধ্যম দরজা।"(তিরমিযী, হাদীস নম্বর ১৯০০; সহীহ্ আল-জামে ৭১৪৫) অর্থাৎ পিতার খিদমত করলে জান্নাতে প্রবেশের পথ প্রশস্ত হবে।

এধরনের বিভিন্ন ইবাদত হতে ফায়েদা নেয়া সম্ভব ঈমানের দুর্বলতার চিকিৎসায় এবং বেশী বেশী আমল করার যা করতে সাধারণত অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে ফরজ ওয়াজিবের উপর আমল অবশ্য জারি রাখতে হবে। আমরা এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ পেশ করছি। এক ব্যক্তি এসে রাসূল (সাঃ)-এর নিকট তার আত্মার কাঠিন্যতার ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলে রাসূল (সা.) তাকে বললেন ঃ তুমি কি চাও যে, তোমার অন্তর নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরা হোক? তুমি ইয়াতীমের প্রতি দয়া কর, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও এবং তাকে তোমার খাবার থেকে খাওয়াও তোমার অন্তর নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরা হবে।" (তবারানী, এ হাদীসের পক্ষে আরো হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দেখুন সিলসিলা সহীহা ২/৫৩৩)

এটা দুর্বল ঈমানের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ এটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি।

৭। ঈমানের দুর্বলতার চিকিৎসার অন্যতম হলো খারাপ পরিণতির আশঙ্কা করা। কেননা, এটি একজন মুসলমানকে আনুগত্যের পানে উদ্বুদ্ধ করে এবং অন্তরে ঈমানকে তরতাজা করে। খারাপ পরিণতির আশঙ্কা করা হয় অনেক কারণে। যেমনঃ ঈমানের দুর্বলতা, গুনাহে লিপ্ত থাকা। নবী করীম (সা.) এর অনেক চিত্র উল্লেখ করেছেন। যেমন নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُهُ فِيْ يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِيْ بَطْنِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا ، وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا ، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا أَبَدًا ـ (صحيح مسلم رقم ١٠٩)

"যে ব্যক্তি নিজেকে কোনো লৌহখণ্ড দ্বারা হত্যা করলো, সেই লৌহখণ্ড তার হাতে থাকবে এবং জাহান্নামের ভিতর সে তা দ্বারা তার পেটে আঘাত করতে থাকবে, সে চিরদিন জাহান্নামে থাকবে। যে ব্যক্তি কোনো পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিজেকে হত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে ঝাঁপ দিতে থাকবে, সে চিরদিন সেখানে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, তাকে জাহান্নামে বিষপান করতে দেয়া হবে, সে তা অব্যাহতভাবে পান করতে থাকবে। সে চিরদিন জাহান্নামে থাকবে।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নম্বর ১০৯)

নবী করীম (সা.)-এর যুগে এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। যেমন সেই ব্যক্তির ঘটনা যে মুসলমান সৈন্যদের মাঝে ছিল এবং প্রচণ্ড বিক্রমে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করছিল। তার মতো এত বীরবিক্রমে আর কেউ যুদ্ধ করছিল না। নবী করীম (সা.) বললেন ঃ সে নিশ্চয় জাহান্নামী হবে। তখন একজন মুসলমান তাকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করছিল। দেখা গেল ঐ ব্যক্তি মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে, এজন্য সে দ্রুত মৃত্যুবরণ করার মানসে তার তরবারিকে বুকের মাঝে ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করে। (ঘটনাটি বুখারী শরীফে রয়েছে। দেখুন ফতহুল বারী ৭/৪৭১)

খারাপ পরিণতির অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থে এ ব্যাপারে অনেক ঘটনাই বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) তার রোগ ও এর চিকিৎসা নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, কোন এক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর সময় বলা হলো আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন, সে বলল তা বলতে পারি না।

আরেক জনকে বলা হয়, বলুন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন সে মাথা দুলিয়ে গান গাইতে লাগলো। আরেক জন ব্যবসায়ীকে বলা হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে, যে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়েই সর্বদা মশগুল থাকতো- সে বলতে লাগলো আরে এটি খুবই ভাল মাল, আপনার মতো লোকই তো এটা কিনতে পারে, এর দামও খুব সস্তা, এরপর মৃত্যুবরণ করলো। বলা হয়ে থাকে যে, বাদশা নাসের এর কয়েকজন সৈনের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তাদেরকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে বলা হলে বলে, আমার মালিক হলো বাদশা নাসের একথা বলতে বলতেই মারা গেলো। আরেক জনকে বলা হলো বলুন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন সে বলল, ঐ ঘরটাকে ঠিক করিও, ওর মাঝে এই এই সম্পদ আছে, উমুক বাগানে এই এই কাজ করিও। একজন সুদখোরকে বলা হলো বলুন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন সে বলল, শতকরা দশভাগ দিতে হবে শতকরা দশভাগ দিতে হবে, বলতে বলতে মৃত্যুবরণ করল। (রোগ ও চিকিৎসা মূল আরবী নাম আদ্‌দা' ওয়া আদ্‌দা'য়া, মাকতাবুতু দারুত্তুরাস, পৃ. ১৭০)

অনেকের আবার মৃত্যুকালে মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কারো চেহারা কেবলা থেকে অন্যদিকে ফিলে গিয়েছিল, এ ধরনের অগণিত ঘটনা রয়েছে যা থেকে বুঝা যায় যে, তার মৃত্যু হয়েছে খারাপ পরিণতি বা 'সুউল খাতেমা' (سوء الخاتمة) -এর মাধ্যমে। এ থেকে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বদা পানাহ্ চাইতে হবে।

৮। **বেশী বেশী মৃত্যুকে স্মরণ** ঃ রাসূল (সা.) বলেন ঃ "তোমরা স্বাদ-আস্বাদনকারী ধ্বংসকারী বস্তুকে বেশী বেশী স্মরণ কর অর্থাৎ মৃত্যুকে।" (তিরমিযী, হাদীস নম্বর ২৩০৭; সহীহ্ আল-জামে ১২১০)

মৃত্যুকে স্মরণ করলে তা মানুষকে গুনাহ্ থেকে বিরত রাখে এবং কঠিন অন্তঃকরণকে নরম করে দেয়। কেহ যদি সংকট অবস্থায় মৃত্যুকে স্মরণ করে তাহলে তার জন্য সবকিছু প্রশস্ত হয়ে যায়। মৃত্যুকে স্মরণ করার সহজ পন্থা হলো কবর জিয়ারত করা, কবর জিয়ারত করতে নবী করীম (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন ঃ "আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা কবর জিয়ারত করতে পার। কেননা তা অন্তরকে নরম করে দেয়, চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করে এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তোমরা কবর

জিয়ারত করা ত্যাগ করিও না।" (হাকেম ১/৩৭৬; সহীহ্ আল-জামে ৪৫৮৪)

মুসলমানের জন্য কাফেরের কবর জিয়ারত করাও জায়েয। এর প্রমাণ হলো যা সহীহ্ হাদীসে এসেছে যে, নবী করীম (সা.) তাঁর মায়ের কবর জিয়ারত করেছিলেন, অতঃপর তিনি কাঁদতে শুরু করেন এবং আশেপাশের সবাইকে কাঁদিয়েছিলেন (অর্থাৎ- তাঁর কান্নায় সকলেই কেঁদেছেন)। অতঃপর তিনি বলেন, "আমি আল্লাহ্‌র কাছে অনুমতি চেয়েছিলাম যে আমি আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। এরপর আমি তার কবর জিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম তখন আমাকে অনুমতি দেয়া হয়। সুতরাং তোমরা কবর জিয়ারত কর। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" (মুসলিম, ৩/৬৫)

কবর জিয়ারত হল অন্তঃকরণকে নরম করার জন্য এক বিরাট মাধ্যম। এর দ্বারা জিয়ারতকারী যেমন উপকৃত হন, তেমনিভাবে কবরবাসীও উপকার লাভ করে থাকেন। কেননা কবরবাসীর জন্য সেখানে দু'আ করতে হয়। রাসূল (সাঃ) কবরস্থানে গেলে এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ" - (رواه مسلم رقم ٩٧٤)

"মুমিন মুসলমান কবরবাসী! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ আমাদের পূর্বে এবং পরে আগমনকারীদের প্রতি রহম করুন। আল্লাহ্ চাহেন তো আমরা অচিরেই আপনাদের সাথে মিলিত হবো।" (মুসলিম হাদীস নম্বর ৯৭৪)

যে ব্যক্তি কবর জিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করবে তাকে অবশ্যই এর আদব-কায়দা রক্ষা করতে হবে- অন্তঃকরণকে এজন্য পরকালমুখী করার চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বের হতে হবে, মাটির নিচে যারা চলে গেছে তাদের কথা চিন্তা করতে হবে, তারা পরিবার পরিজন ছেড়ে আজ কোথায় চলে গেছে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ সব ফেলে রেখে গেছে, তাদের আরো কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল তা

কোথায় চলে গেছে, কবরে মাটি আজ তাদের ছেলে মেয়েদেরকে ইয়াতীম করে দিয়েছে, স্ত্রীকে বিধবা করেছে ... এসব চিন্তা করতে হবে। চিন্তা করতে হবে কিভাবে মৃত ব্যক্তির পা অচল হয়ে গেছে, চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে গেছে পোকামাকড় জিহবা ও শরীরকে খেয়ে ফেলেছে, মাটি তার সব কিছুকে মলিন করে দিয়েছে...। (তাজকিরা, কুরতুবী, পৃ. ১৬ এবং তৎপরবর্তী।)

যে ব্যক্তি বেশী বেশী মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে সে তিনটি জিনিস লাভে ধন্য হবে– (১) দ্রুত তাওবা করা, (২) অন্তরকে অল্পে তুষ্টি করা এবং (৩) ইবাদতে আগ্রহী হওয়া। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভুলে যাবে সে তিনটি বস্তু দ্বারা নিগৃহীত হবে– (১) তাওবা করতে শৈথিল্যতা, (২) তকদীরে যা মিলে তাতে সন্তুষ্ট না হওয়া এবং (৩) ইবাদতে অলসতা।

মানুষের মনে যে বিষয়টি খুব বেশী দাগকাটে তা হলো কোনো মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত ব্যক্তির শেষ প্রহরগুলি দেখা যখন দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বের হয় মৃত্যুর খিচুনী আসে, চোখ কিভাবে চারিদিকে দৃষ্টি ফেরায় ইত্যাদি। এসব দেখলে এমনিতে চোখ থেকে ঘুম পালায়, শরীর কোনো আরাম নিতে চায় না এবং পরকালের জন্য কাজ করতে মন আগ্রহী হয়ে ওঠে। হযরত হাসান বসরী (রহ.) এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখেন সে মৃত্যু যন্ত্রনায় ছটফট করছে। তিনি তার কষ্ট ও যাতনা দেখে যখন বাড়ি ফিরে আসেন তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। বাড়ি এলে পরিবারের লোকজন বলে, আসুন খাবার খেয়ে নিন। তিনি বললেন, তোমরা খানাপিনা কর। আল্লাহ্‌র শপথ! আজকে যে মৃত্যু যাতনা দেখলাম এর জন্যই এখন থেকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত কাজ করে যাব। (তাজকিরা, পৃ. ১৭)

মৃত্যুর পুরাপুরি অনুভূতি আসে জানাযা নামায পড়লে, লাশ ঘাড়ে করে বহন করলে এবং কবরে দাফন করতে নিয়ে গেলে। কবরের উপর মাটি-চাপা দেয়ার সময় পরকালের কথা মনে পড়বেই।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

عُوْدُوا الْمَرِيْضَ وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْاٰخِرَةَ ـ (رواه

أحمد ٤٨/٣ وهو في صحيح الجامع ٤١٠٩)

"তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাও- সেবা শুশ্রূসা কর এবং জানাযার অনুসরণ কর, তাহলে তা তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।" (আহমাদ ৩/৪৮; সহীহ্ আল-জামে ৪১০৯)

এছাড়াও জানাযার অনুসরণ করলে অনেক নেকী পাওয়া যায়। রাসূল (সা.) বলেনঃ "যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির বাড়ী থেকে জানাযা অনুসরণ করবে, (মুসলিম শরীফের বর্ণনায়- যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জানাযা ঈমান ও নেকীর আশায় অনুসরণ করবে) নামায পড়া অবধি, তাহলে সে এক কিরাত নেকী পাবে। আর কেউ যদি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকে, তাহলে দুই কিরাত নেকী পাবে। রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! দুই কিরাত কি? তিনি বললেন ঃ দু'টি বিরাট পাহাড়ের সমান। (অপর বর্ণনায় ঃ প্রত্যেক কিরাত ওহুদ পাহাড়ের মতো।)" (বুখারী, মুসলিম, আহকামুল জানায়েয, আলবানী, পৃ. ৬৭)

আমাদের সালফে সালেহীনরা কাউকে গুনাহ্ করতে দেখলে তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। সালফে সালেহীনের এক মজলিসে এক ব্যক্তি অন্যের গীবত করছিল। তিনি তাকে বললেন ঃ আপনি স্মরণ করুন সেই অবস্থার কথা যখন আপনার দুই চোখের উপর সুতী কাপড় টেনে দেয়া হবে অর্থাৎ কাফন পরাণ হবে।

৯। পরকালের মনজিলের কথা স্মরণ করা। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেন ঃ যদি তার চিন্তাধারা সঠিক হয় তাহলে তার দূরদৃষ্টি খুলে যাবে। এটি অন্তরে আলোকবর্তিকা। এর দ্বারা সে দেখতে পাবে জান্নাত-জাহান্নাম, আল্লাহ্ তার প্রিয় বান্দাহ্দের জন্য কি তৈরী করে রেখেছেন এবং তাঁর অবাধ্য বান্দাহ্দের জন্য কি শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন। সে দেখতে পারে মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কবর থেকে বের হচ্ছে, ফিরিশতারা তাদেরকে চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা এসে উপস্থিত, তাঁর জন্য সিংহাসন তৈরী করে রাখা হয়েছে তিনি বিচারের জন্য বসেছেন, তাঁর আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়েছে। সবার হাতে আমলনামা দেয়া হবে, সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির এবং মিজান স্থাপন করা হয়েছে,

বাদী-বিবাদী উপস্থিত। পাওনাদার তার দাবী নিয়ে উপস্থিত। পিপাসার্ত হয়ে সব দিশেহারা, হাউজে কাওসারে উপস্থিত, পুলসিরাত স্থাপন করা হয়েছে, আলো বণ্টন করা হয়েছে কেউ কেউ তো অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কত লোক পুলসিরাত থেকে জাহান্নামে ছিটকে পড়ছে। সে দেখতে পাবে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চিত্র আর চিরস্থায়ী পরকালের অবস্থা।" (মাদারেজুস্ সালেকীন, ১/১২৩)

কুরআন মজীদে পরকালের বিভিন্ন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা কাফ, ওয়াকিয়া, সূরা নাবা, মুতাফ্ফিফীনে। এ ব্যাপারে অনেক কিতাবও রচিত হয়েছে সে সব পাঠ করা উচিৎ।

১০। যেসব বিষয় ঈমানকে তরতাজা করে তা হলো প্রাকৃতিক কোনো কিছু দেখলে পরকালের চিন্তা করা। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (সা.) যখন আকাশে কালোমেঘ দেখতে পেতেন তখন চেহারায় একটা শঙ্কার ভাব ফুটে উঠতো। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকজনকে দেখি মেঘ দেখলে আনন্দিত হয় এ বলে যে, বৃষ্টি নামবে। আর আপনাকে দেখি চিন্তিত, যা আপনার চেহারা দেখলেই বুঝা যায়। তখন তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! আমাকে কে নিশ্চয়তা দিবে যে এতে আযাব নেই। এক সম্প্রদায়কে মেঘ-বাতাস দ্বারা শাস্তি দেয়া হয়েছিল। তারা মেঘ দেখে বলেছিল এইতো বৃষ্টি আসছে।" (মুসলিম , হাদীস নম্বর ৮৯৯)

নবী করীম (সাঃ) সূর্য গ্রহণ দেখলে ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন। হযরত আবু মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। "যখন সূর্য গ্রহণ লাগতো তখন রাসূল (সা.) ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন যে, হয়তবা কিয়ামত সংঘটিত হতে যাচ্ছে।" (ফতহুল বারী ২/৫৪৫)

নবী করীম (সা.) চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ লাগলে আমাদেরকে নামাযে দাঁড়াতে নির্দেশ দিতেন এবং জানিয়েছেন যে, এগুলো হলো আল্লাহ্র নির্দেশ যা দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাহ্দেরকে ভয়ভীতি দেখান।

একথা নিঃসন্দেহে সঠিক যে, এসব বাহ্যিক নিদর্শন দেখলে এবং এর দ্বারা

ভয়ভীতি আসলে ঈমান নবরূপ লাভ করে আল্লাহ্মুখী হয়। আল্লাহ্র শক্তি ও কুদরত, তাঁর শাস্তি ও আযাবের কথা স্মরণ হয়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) আমার হাত ধরে চাঁদের দিকে ইশারা করে বলেন ঃ "হে আয়েশা! এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাও, কেননা এটাই (কুরআনে বর্ণিত) [অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়।]" (আহমাদ ৬/২৩৭; সিলসিলা সহীহা ৩৭২)

তেমনিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থল এবং কাফের জালেমদের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তা দেখে মনে মনে চিন্তা করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। হযরত ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। "রাসূল (সা.) যখন হিযরবাসীদের আবাসস্থল অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন তখন তিনি তার সাহাবীদের বলেন, তোমরা এই শাস্তিপ্রাপ্তদের এলাকায় ঢুকবে ক্রন্দনরত অবস্থায়। তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতিরেকে সেখানে প্রবেশ করলে তাদের মতো আক্রান্ত হবার সমূহ আশংকা রয়েছে।" (বুখারী, হাদীস নম্বর ৪২৩)

আজকাল লোকজন সেখানে যায় ভ্রমণের উদ্দেশ্যে, এরপর সেখানে গিয়ে ছবি তুলে। তাই বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন।

১১। ঈমানী দুর্বলতার জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো সর্বদা আল্লাহ্র স্মরণ বা যিকির। মহান আল্লাহ্ এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

«يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا»۔ (الأحزاب : ٤١)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে বেশী বেশী স্মরণ কর।" (সূরা আহযাব ঃ ৪১)

যারা তাকে বেশী বেশী স্মরণ করবে তাদের সফলতার ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ»۔ (الجمعة : ١٠)

"তোমরা আল্লাহ্কে বেশী বেশী স্মরণ কর, তাহলে আশা করা যায় যে, তোমরা

সফলকাম হবে।" (সূরা আল-জুমুয়া ঃ ১০)

আল্লাহ্র স্মরণ বা যিকির সবচেয়ে বড় জিনিস। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "এবং আল্লাহ্র স্মরণ। এটা সব চেয়ে বড়।" রাসূল (সা.) ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন যার নিকট ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান বেশী বলে মনে হয়ে থাকে ঃ "তোমার জিহবা যেন সর্বদা আল্লাহ্র স্মরণে সিক্ত থাকে।" (তিরমিযী, হাদীস নম্বর ৩৩৭৫)

ঈমানকে মজবুত করতে হলে অবশ্যই সদা সর্বদা আল্লাহ্কে স্মরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ "যখন ভুলে যাবে তখন তোমার প্রভুকে স্মরণ কর।" আল্লাহ্র স্মরণে অন্তরে যে সুপ্রতিক্রিয়া ঘটে তা বর্ণনা করে মহান প্রভু বলেন ঃ

«اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ»۔ (الرعد : ٢٨)

"জেনে রাখ! প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্র স্মরণেই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।" (সূরা রা'দ ঃ ২৮)

অনেকেই বিভিন্ন আমল যেমন নফল নামায, তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতে কষ্ট অনুভব করে। তাদের জন্য সহজ হলো সর্বদা দু'আ-দরূদ এবং যিকির-আযকার আদায় করা। এখানে কিছু দু'আর কথা উল্লেখ করা হলো। যেমন ঃ

"لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ"۔

অর্থাৎ- "আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই। তার জন্যই রাজত্ব এবং প্রশংসা। আর তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"

"سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ"۔

অর্থাৎ- আল্লাহ্ পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য। আল্লাহ্ পবিত্র, মহান মর্যাদাশীল। (মুসলিম, হাদীস নম্বর ৪৮২)

"حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ"۔

অর্থাৎ-"আল্লাহ্র অনুগ্রহ ছাড়া পাপ থেকে বিরত থাকা এবং পুণ্য কার্য করা যায় না।"

এছাড়াও রয়েছে সকাল সন্ধ্যার দু'আ, মসজিদে প্রবেশের দু'আ, মসজিদ থেকে

বের হবার দু'আ, ঘুমাবার দু'আ ঘুম থেকে জাগার দু'আ ইত্যাদি। অর্থাৎ একজন মুসলমানকে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, যে কোনো কাজ করতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে হবে।

১২। যে সব বিষয় ঈমানকে তরতাজা করে তার মধ্যে অন্যতম হলো মুনাজাত বা একান্তভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকা। বান্দা যত বেশী আল্লাহ্‌র একান্ত বাধ্যগত হবে তার কাছে সব সময় অবনত হয়ে থাকবে তার নিকটবর্তী হবে। রাসূল (সা.) বলেন ঃ

"أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ" - (رواه مسلم ٤٨٢)

"বান্দাহ্ সিজদাবনত অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তোমরা বেশী বেশী দু'আ কর।" (মুসলিম, হাদীস নম্বর ৪৮২)

কেননা সিজদাবনত অবস্থায় বান্দাহ্ বেশী অনুগত থাকে যখন বান্দাহ্ তার মস্তককে মাটিতে মিশিয়ে রাখে তখনই তার রবের বেশী নিকটবর্তী হয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এক দু'আর কথা উল্লেখ করেছেনঃ "আপনার ইজ্জতের মাধ্যমে আমি প্রার্থনা করছি। আপনার রহমত ব্যতীত আমার অপমান থেকে বাঁচার কোনো পথ নেই। আমি আপনার শক্তির দ্বারা আমার দুর্বলতা দূর করতে চাই। আপনার মুখপেক্ষেহীনতার মাধ্যমে আমার দারিদ্র্যতা দূর করতে চাই। আমার এই মিথ্যুক কপাল আপনার সামনে লুণ্ঠিত। আমি ছাড়াও আপনার অনেক বান্দাহ্ রয়েছে, কিন্তু আপনি ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণ নেই। আমি আপনার নিকট মিসকিনের মতো ভিক্ষা চাচ্ছি। অনুগতের মতো কাতর প্রার্থনা করছি। ভীতসন্ত্রস্তের মতো ডাকছি । যে আপনার নিকট ভয়ে তার পা নিচু করেছে, নাক ধুলায় ধুসরিত করেছে, যার চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে এবং আপনার ভয়ে যার অন্তর কেঁপে উঠেছে।" যখন বান্দা এ ধরনের বাক্য দ্বারা মুনাজাত করবে তখন তার অন্তরে ঈমান অবশ্যই অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে।

তেমনিভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে নিজের দারিদ্র্যতার কথা প্রকাশ করলে ঈমান মজবুত হয়। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, আমাদের সব কিছুতেই প্রয়োজন রয়েছে, আল্লাহ্‌র কোনো কিছুতেই প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন ঃ

«يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ »۔(فاطر : ١٥)

"হে মানুষ! তোমরা সকলেই দরিদ্র। আর আল্লাহ্ হলেন ধনী, অভাব মুক্ত প্রশংসিত।" (সূরা ফাতির ঃ ১৫)

১৩। **কামনা-বাসনা কম করা।** ঈমানকে তাজা করতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম (রহ.) বলেন, এই আয়েতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে ঃ

«أَفَرَأَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ـ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَّا كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ـ مَا اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يُمَتَّعُوْنَ »۔(الشعراء : ٢٠٥-٢٠٧)

"আপনি ভেবে দেখুনতো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেয়া হতো, তা তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগ-বিলাস তাদের কি উপকারে আসবে? (সূরা শুয়ারা ঃ ২০৫-২০৭)

«كَاَنْ لَّمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ »۔(يونس : ٤٥)

"মনে হয় যেন তারা দিনের এক মুহূর্ত অবস্থান করেছে।" (সূরা ইউনুস ঃ ৪৫)

এই হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থা, তাই মানুষের উচিৎ বেশী আশা আকাঙ্ক্ষা না করা এ বলে যে, আমি অবশ্যই আরো বাঁচবো, আরো বেশ কিছু দিন বেঁচে থাকবো। সালফে সালেহীনের কয়েকজন এক ব্যক্তিকে বলেন, আমাদেরকে যোহরের নামায পড়ান। তখন সে ব্যক্তি বলেন, আমি যদি যোহরের নামায পড়াই, তাহলে আসরের নামাযে ইমামতি করতে পারবো না। তখন তিনি তাকে বলেন, "মনে হয় আপনি আশা করছেন যে, আপনি আসর পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন। আমরা বেশী আশা- আকাঙ্ক্ষা থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ্ চাই।"

১৪। দুনিয়াকে নগণ্য মনে করতে হবে, যেন এর প্রতি অন্তরের টান বা আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ »۔(آل عمران : ١٨٥)

"এ দুনিয়ার জীবনতো হলো প্রতারণার সামগ্রী।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

নবী করীম (সা.) বলেন ঃ "এ দুনিয়া হলো অভিশপ্ত এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সবই অভিশপ্ত একমাত্র আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণ এবং যা এর সাথে সংশ্লিষ্ট

অথবা আলেম কিংবা শিক্ষার্থী (তলেবে ইলম) ব্যতীত।" (ইবনে মাজা, হাদীস নম্বর ৪১১২; সহীহ্ আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদীস নম্বর ৭১)

১৫। আল্লাহ্র নির্দেশ সমূহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

«وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ »۔(الحج : ٣٢)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নির্দেশ সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তা তার অন্তরে তাকওয়া হতে হয়ে থাকে।" (সূরা হজ্ব ঃ ৩২)

আল্লাহ্র নির্দেশ সমূহের মাঝে রয়েছে কতিপয় স্থান, আবার কিছু কিছু সময় কালের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন কা'বা শরীফ, রমযান মাস ইত্যাদি। অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

«وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ »۔(الحج : ٣٠)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কায়েম করা সম্মান-মর্যাদা রক্ষা করবে, এটা তার নিজের জন্যই তার রবের নিকট খুবই কল্যাণকর হবে।" (সূরা হজ্ব ঃ ৩০)

আল্লাহ্র দেয়া সীমারেখাকে সম্মান করার অর্থ হলো সগীরা গুনাহ্কে তাচ্ছিল্য না করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "সাবধান তোমরা গুনাহ্কে তুচ্ছজ্ঞান করো না। কেননা, কারো গুনাহ্ জমতে থাকলে তাকে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করে ফেলবে।" নবী করীম (সা.) এর উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন যে, কোনো মরুভূমিতে কিছু লোক খাবারের সময় হলে যেমন প্রত্যেকেই একটু একটু করে খড়কুটা জমা করে যখন তাতে আগুন ধরায় তখন সে আগুনে তারা যা দেয় সবই পুড়িয়ে ফেলে।" (আহমাদ ১০২; সিলসিলা সহীহা ৩৮৯)

কবি সত্যই বলেছেন ঃ

গুনাহ্ পরিত্যাগ কর তা ছোটই হোক বা বড়ই হোক
তুমি সেভাবে চলো যেমন কাঁটাযুক্ত পথে
অতি সতর্কতার সাথে চলতে হয়।
ছোট বলে তাচ্ছিল্য করো না, কেননা,
পাহাড় তৈরী হয় ছোট ছোট কংকর দিয়েই।

১৬। মুমিনের সাথে সম্পর্ক গড়া এবং কাফিরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা। কেননা, আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে সম্পর্ক গড়লে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মুমিনদের সাথে সম্পর্ক গড়লে ঈমান মজবুত ও তরতাজা হয়।

১৭। বিনয়ী হওয়া ও দুনিয়ার চাকচিক্য পরিত্যাগ করা। কথাবার্তায় চাল-চলনে বিনয়ী হলে অন্তরও বিনয়ী বলে প্রতীয়মান হয়। এজন্যই রাসূল (সা.) বলেছেন ঃ "সাদাসিধা চাল-চলন হলো ঈমানের অঙ্গ।" (ইবনে মাজা ৪১১৮; সিলসিলা সহীহা নম্বর ৩৪১)

তিনি আরো বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ক্ষমতা বা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও চাকচিক্যময় পোষাক পরিত্যাগ করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সমস্ত সৃষ্টিকূলের সামনে তাকে ডেকে এখতিয়ার দিবেন, সে ঈমানের যে পোষাকটি ইচ্ছা করবে সেটিই পরতে পারবে।" (তিরমিযী, হাদীস নম্বর ২৪৮১; সিলসিলা সহীহা ৭১৮)

আবদুর রহমান ইবনে আউফ এমনভাবে চলাফেরা করতেন যে, তাকে ও তার গোলামদের মাঝে পার্থক্য করা যেত না।

১৮। অন্তরের কিছু করণীয় রয়েছে যা ঈমানকে মজবুত ও তরতাজা করে। যেমন আল্লাহ্‌কে ভালবাসা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর প্রতি সুধারণা রাখা, তাঁর প্রতি ভরসা করা, তাঁর ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর নিকট তাওবা করা ইত্যাদি। বান্দাহ্‌কে অবশ্যই এমন এক অবস্থানে পৌছাতে হবে যেন সে ঈমানের উপর সুদৃঢ় থাকে, কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহ্ মুখী হয় এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।

১৯। আত্মসমালোচনা করা। ঈমানকে মজবুত করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ বলেন ঃ

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ ج وَاتَّقُوْا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ﴾ ـ(الحشر : ١٨)

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল করে।" (সূরা হাশর ঃ ১৮)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন,

حَاسِبُوْا قَبْلَ اَنْ تُحَاسَبُوْا ـ

"তোমরা হিসাব দেয়ার পূর্বেই নিজেদের হিসেব কর।"

একজন মুসলমানের উচিৎ সে এক নির্দিষ্ট সময়ে একাকী নিজের কাজের পর্যালোচনা করে তার হিসাব নেয় এবং লক্ষ্য করে যে, সে পরকালের জন্য কি করেছে।

২০। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট সর্বদা দু'আ করা যেন ঈমান মজবুত হয়, দুর্বলতা দূর হয়। নবী করীম (সা.) বলেন ঃ

"إِنَّ الإِيْمَانَ لَيَخْلُقُ فِيْ جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلُقُ الثَّوْبُ فَاسْأَلُوا اللّٰهَ أَنْ يُجَدِّدَ الإِيْمَانَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ" -(رواه الحاكم ٤/١)

"নিশ্চয় ঈমান তোমাদের পেটের মাঝে জরাজীর্ণ হয়ে যায় যেমন তোমাদের কাপড় জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করবে যেন আল্লাহ্ তোমাদের অন্তঃকরণে ঈমানকে নতুন ও তরতাজা করে দেন।" (হাকেম ১/৪)

হে আল্লাহ্! আপনার নিকট প্রার্থনা করছি আপনার সুন্দরতম নাম এবং সুমহান গুণাবলীর মাধ্যমে, যেন আপনি আমাদের অন্তঃকরণে ঈমানকে নবজীবন দান করেন। হে আল্লাহ্! আমাদের নিকট ঈমানকে পছন্দনীয় করে দিন এবং তা আমাদের অন্তঃকরণে সৌন্দর্য্যময় করে তুলুন এবং আমাদের নিকট কুফরী, খোদাদ্রোহীতা এবং অবাধ্যতাকে ঘৃণিত করে দিন, আর আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাদের প্রভু প্রশংসিত ও পুতঃপবিত্র তা হতে যা তারা চিহ্নিত করে। রাসূলগণের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের জন্য।

সমাপ্ত